وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"তোমরা সৎ কর্ম করো, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎ কর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।"
আল-কুরআন (২ঃ১৯৫)

সুলূকুল মু'মিনীন

মু'মিনের উন্নতির সোপান

অজিফা

কুতুবুল এরশাদ, মুজাদ্দেদে জামান, মোহাম্মদীয়া তরীকার ইমাম
আলহাজ্জ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান এম.এ. (রাঃ)
পীরে কামেল-মোকাম্মেল, অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল (পীর সাহেব, ভোলা)
এর খলিফা

আলহাজ্জ মাওলানা নুর মোহাম্মাদ
এম.এম., বি.এ. (অনার্স), এম.এ. কর্তৃক প্রণীত

নুর মঞ্জিল
খানকা শরীফ রোড, হাবিব নগর
কদমতলী, ঢাকা-১৩৬২।

প্রকাশিকা ঃ
আলহাজ্জা রওশন-আরা আঁখি
নুর মঞ্জিল
হাবিব নগর, ঢাকা।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
প্রকাশিকা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ ঃ
অক্টোবর, ২০১২ ইংরেজী

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
আগস্ট, ২০১৪ ইংরেজী

তৃতীয় সংস্করণ ঃ
রমযান ২৭, ১৪৩৭ হিজরী
আষাঢ় ১৯, ১৪২৩ বাংলা
জুলাই ০৩, ২০১৬ ইংরেজী

হাদিয়া ঃ ১০০/- (একশত) টাকা

কম্পোজ ঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল (মিন্টু)

মুদ্রণে ঃ **জে এন্ড জে প্রিন্টার্স**
৯৮, আরামবাগ
রতন মেটাল ভবন (নীচ তলা)
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

প্রাপ্তি স্থান

১। দারুল হাবিব খানকাহ্ শরীফ
ডাকঘর- হাবিব নগর
কদমতলী, ঢাকা-১৩৬২।

২। নুর মঞ্জিল
বাড়ী নং- ০৯, লেন-০৩
খানকা শরীফ প্রধান সড়ক
হাবিব নগর, কদমতলী
ঢাকা-১৩৬২।
ফোন- ৭৫৪৭৯৯৩
০১৭১৮-৫৫৬৫০০

৩। দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ
এস,ই,এল সেন্টার (৩য় তলা)
২৯, বীর উত্তম কাজী নুরউজ্জামান
সড়ক, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা।

৪। দারুল হাবিব খানকাহ্ শরীফ
গ্রাম- খালকুলিয়া
ডাকঘর- দৈবজ্ঞহাটি, বাগেরহাট।

৫। মেসার্স চাঁদপুর স্টোর
বায়তুল আমান মসজিদ
(পূর্ব গেট সংলগ্ন)
নিউ মার্কেট, ঢাকা।

৬। বায়তুল মোকাররম লাইব্রেরীসমূহ
আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

উৎসর্গ

সাইয়্যেদুল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরসালীন, সাইয়্যেদুল আউয়ালীন ওয়াল আখিরীন, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন, শাফিউল মুজনেবিন, নূরের নবী, মায়ার নবী, উম্মতের কান্ডারী, আকায়ে নামদার, তাজিদারে মদীনা, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা, আহ্মাদে মুজতাবা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আজওয়াযিহি ওয়া জুররিয়াতিহি ওয়া আহলে বায়িতিহী ওয়া আহলে তোয়াতিহী আজমাইন ওয়া সাল্লামা তাসলিমান কাসিরান কাসিরা,

আমার মুর্শিদ যুগ শ্রেষ্ঠ ওলীয়ে কামেল মোকাম্মেল, কুতুবুল এরশাদ, কুতুবুল আলম, মোজাদ্দেদে জামান, মুহ্ইয়ে সুন্নাত, আমিরুশ্ শরীয়ত-ওয়াত্তরীকত, মুহাম্মদীয়া তরীকার ইমাম, অবসর প্রাপ্ত প্রিন্সিপাল হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান এম,এ, বি, টি (রাঃ) সাহেব

এবং

আমার মুর্শিদ ওলীয়ে কামেল মোকাম্মেল হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী মোঃ আব্দুল লতিফ (রহঃ) সাহেব এর

স্মরণে উৎসর্গ করা হলো।

নিবেদন

আমার মুর্শিদ গদ্দিনশীন পীর সাহেব কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান (মাঃআঃ) এর রফে দারাজাত, আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বার বিদেহী আত্মার শান্তি, শ্রদ্ধেয়া আম্মা, শ্রদ্ধেয় শশুর-শাশুড়ী, পরিবার-পরিজন, পীর ভাই ও পীর বোন, বন্ধু-বান্ধব, আমাদের, আমাদের মুরব্বিয়ান ও বংশধরগণ এবং বিশেষভাবে এ কিতাব লেখা, প্রকাশ ও প্রচারে যাদের সার্বিক সহযোগিতা ও সহানুভুতি লাভে আমি ধন্য হয়েছি, তাদের ও তাদের মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততি সকলের মাগফিরাত কামনায় নিবেদিত।

উল্লেখ্য, "সুলূকুল মু'মিনীন" গ্রন্থটি পূর্বে বর্ধিত কলেবরে ছাপা হয়েছে। পাঠকদের অনুরোধে, সফরের সময় সঙ্গে রাখা ও পাঠ করার সুবিধার কথা ভেবে গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত আকারে শুধুমাত্র 'অজিফা'সমূহ একত্রিত করে পুনরায় ছাপার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আশা করি, আল্লাহ্ ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আশেক বান্দাদের মনের ক্ষুধা নিবারনে সহায়ক হবে ইনশা-আল্লাহ্। আল্লাহ্ কবুল করুন। আমীন ॥

বিনীত

– নুর মোহাম্মাদ

সূচিপত্র

বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ			
কুরআন শরীফ			
কুরআন শরীফ তিলাওয়াত	৯	কুরআন শরীফ এর ১১৪ সূরার নিয়তের নমুনা	৯
কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের ফজিলত	৯		
কুরআন শরীফের কয়েকটি সূরা ও এর ফজিলত			
সূরা ফাতিহা	১০	সূরা ত্বীন	৪০
সূরা ইয়াছিন	১১	সূরা ক্বদর	৪১
সূরা আর্‌রহমান	১৭	সূরা যিলযাল	৪১
সূরা মূল্‌ক	২০	সূরা তাকাসূর	৪২
সূরা সাজদাহ্‌	২৩	সূরা কাওসার	৪৩
সূরা মুয্‌যাম্মিল	২৬	সূরা কাফিরূন	৪৩
সূরা ওয়াকিয়া	২৮	সূরা নাস্‌র	৪৪
সূরা দূখান	৩২	সূরা লাহাব	৪৫
সূরা নূহ্‌	৩৫	সূরা ইখ্‌লাস	৪৫
সূরা বুরুজ	৩৭	সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস	৪৬
সূরা দোহা	৩৯	তিলাওয়াতে সিজ্‌দা	৪৭
সূরা ইনশারাহ্‌	৪০		
কুরআন শরীফের কিছু আয়াত ও এর ফজিলত			
আয়াতুল কুরসী (২ঃ২৫৫)	৪৮	সূরা ত্ব-হা (২৫-২৮)	৫৪
সূরা বাকারা (২৮৪-২৮৬)	৪৯	সূরা আ'লা (০৬)	৫৫
সূরা আল-ইমরান (২৬-২৭)	৫০	সূরা আর্‌রহমান (১-৪)	৫৫
সূরা আল-ইমরান (১৯০-১৯৪)	৫১	আয়াতে শিফা	৫৬
সূরা তওবা (১২৮-১২৯)	৫২	আয়াতে সালাম	৫৬
সূরা হাশর (২২-২৪)	৫৩	৩৩ আয়াত	৫৭
সূরা তালাক্ব (২-৩)	৫৪		

বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ			
দরূদ শরীফ			
কুরআন শরীফের আলোকে দরূদ শরীফ	৬৩	দরূদে খায়ের	৭৪
হাদীস শরীফের আলোকে দরূদ শরীফ	৬৩	দরূদে কামেল	৭৪
দরূদে ইব্রাহীম	৬৪	দরূদে তাম্মা	৭৫
দরূদে তাজ	৬৫	দরূদে মুত্তাকীন	৭৫
দরূদে লাখি	৬৬	দরূদে নূরুল আবছার	৭৬
দরূদে আলী-বাইয়াতিহী	৬৮	দরূদে সাইফুল্লাহ্	৭৬
দরূদে হাজারী	৬৮	দরূদে শিফা	৭৬
খোলাফায়ে রাশেদীনের স্মরণে দরূদ	৬৯	শাফায়াত প্রাপ্তির দরূদ শরীফ	৭৭
উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা (রাঃ) এর স্মরণে দরূদ শরীফ	৭০	দরূদে মোকার্‌রম	৭৭
তরীকার ঈমানগণের দরূদ শরীফ	৭০	দরূদে আকবর (প্রথম অংশ)	৭৭
দরূদে নারীয়া	৭২	দরূদে আকবর (দ্বিতীয় অংশ)	৮১
দরূদে নাজিয়া	৭২	দরূদে আকবর (তৃতীয় অংশ)	৮৬
দরূদে মাহী	৭৩	দরূদে মুকাদ্দাস	৮৮
দরূদে ফুতুহাত	৭৩	দরূদে মিফ্‌তাহুন নাজিয়া	৯২
দরূদে উসিলা	৭৪	যিয়ারত লাভের আমল	৯৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ			
ইসম ও খতম			
দু'আ গঞ্জিল আরশ	৯৮	খতমে খাযেগান	১০৫
আসমাউল হুসনা	১০২	খতমে ইউনুস (আঃ)	১০৭
আসমায়ে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	১০২	খতমে তাহলীল বা শিফা	১০৭
ইসমে আযম	১০৩	খতমে তাসমিয়াহ্	১০৮
আহাদ নামা	১০৪	মুশাব্বিয়াতে আশারা	১০৮
চার কালিমা	১০৪		
চতুর্থ পরিচ্ছেদ			
নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় দু'আ			
হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'আ	১০৯	লাশ কবরে রাখা ও কবরের উপর মাটি দেয়ার সময় দু'আ	১১৫
হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাত্রিকালীন দু'আ	১০৯	কবর যিয়ারতের দু'আ	১১৬

বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
রাত্রিকালীন দু'আ	১১০	মুমূর্ষ ব্যক্তির কাছে বসে পড়ার দু'আ	১১৬
রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের সমস্ত দু'আ একটি দু'আর মধ্যে সন্নিবেশিত	১১০	গুনাহ্ মাফ ও তওবা কবুল হওয়ার জন্য দু'আ	১১৬
হযরত আদম (আঃ) এর দু'আ	১১০	ঈমানের সাথে মৃত্যুর জন্য দু'আ	১১৬
হযরত মূসা (আঃ) এর দু'আ	১১০	সহজে জান কবজের জন্য দু'আ	১১৬
হযরত ঈসা (আঃ) এর দু'আ	১১০	বেহেশত লাভের দু'আ	১১৬
মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ	১১০	জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দু'আ	১১৭
মসজিদে বসে পড়া, ইজ্জত বৃদ্ধি ও দুনিয়ার কল্যাণ লাভের জন্য দু'আ	১১১	পরীক্ষায় পাশ করার জন্য দু'আ	১১৭
আযানের কালিমায়ে শাহাদাত শুনে পড়ার দু'আ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বনের দু'আ	১১১	ইজ্জত রক্ষার জন্য দু'আ	১১৭
আযান শেষে পাঠ করার দু'আ	১১১	নেক আমলের দু'আ	১১৭
ওয়াজ বা বক্তব্য প্রদানের পূর্বের দু'আ	১১১	দুঃস্বপ্ন দেখলে দু'আ	১১৭
বিবাহ-সাদী, ঘর-বাড়ী নির্মাণের সময় দু'আ	১১১	ক্বদরের রাত্রে পড়ার দু'আ	১১৮
ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ	১১১	রজব ও শাবান মাসে পড়ার দু'আ	১১৮
যানবাহনে আরোহণের দু'আ (জল পথে, স্থল ও আকাশ পথে)	১১১	পেটের বেদনা হতে মুক্তির দু'আ	১১৮
যান বাহন হতে অবতরণকালে দু'আ	১১২	বদ নজর হতে বাঁচার দু'আ	১১৮
সফরে ভাল থাকার আমল	১১২	স্ত্রী-পুত্র ধার্মিক হওয়ার দু'আ	১১৮
হাটে-বাজারে গিয়ে পাঠ করার দু'আ	১১২	মাথা ধরা দূর করার দু'আ	১১৮
ঘুমানোর সময় ও ঘুম থেকে উঠার পর দু'আ	১১২	ঈমান সঠিক রাখার দু'আ	১১৮
ঘুম থেকে নির্দিষ্ট সময়ে উঠার আমল	১১২	আল্লাহ্র নিকট ছিরাতাল মুস্তাকীম পাওয়ার দু'আ	১১৮
আয়না ও কোন ভাল জিনিস দেখলে পড়ার দু'আ	১১৩	সালামের উত্তম শব্দাবলী	১১৮
নতুন কাপড় পরিধানের সময় দু'আ	১১৩	সালামের জবাবের উত্তম শব্দাবলী	১১৯
পায়খানায় প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ	১১৩	কারো মাধ্যমে সালাম প্রেরণ করলে (উভয়ে পুরুষ হলে)	১১৯
আহারের প্রারম্ভে, মাঝে ও শেষে পড়ার দু'আ	১১৩	কারো মাধ্যমে সালাম প্রেরণ করলে (উভয়ে মহিলা হলে)	১১৯

বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
খাওয়ার পর সকল গুনাহ্ মাফের দু'আ	১১৩	মুসলমান ভাইয়ের সাথে মুসাফাহ'র (পরস্পর হাত মিলানো) সময়ে দু'আ	১১৯
দাওয়াত খেয়ে পড়ার দু'আ	১১৪	মুসলমান ভাইয়ের সাথে কোলাকুলি'র সময়ে দু'আ	১১৯
কোন কাজ করার ইচ্ছা করলে দু'আ	১১৪	চাকুরী লাভ ও মকসুদ পূরণ	১১৯
হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার দু'আ	১১৪	শত্রু দমনের দু'আ	১১৯
বেকার অবস্থায় পড়ার দু'আ	১১৪	হাঁচি দেয়ার পর পাঠ করার দু'আ	১১৯
প্রবাসে নিরাপদ থাকার দু'আ	১১৪	সারা জীবন ধনী থাকার দু'আ	১১৯
বিপদের সময় পড়ার জন্য দু'আ	১১৪	ঋণ পরিশোধ ও ধন-সম্পদ লাভের দু'আ	১২০
শোক অথবা দুঃখের সময়, চিন্তা বা অস্থিরতার সময় দু'আ	১১৪	নতুন কাপড় পরিধান করার দু'আ	১২০
বালা-মুসিবত থেকে বাঁচা ও কোন কঠিন কাজ হলে দু'আ	১১৪	শিশু কথা বলা শুরু করলে দু'আ	১২০
ধৈর্য ধারণের জন্য ও আল্লাহ্র কাছে নির্ভর হওয়ার জন্য দু'আ	১১৫	অর্থশালী, ঋণ মুক্তি ও দ্বীন-দুনিয়ার মঙ্গলের দু'আ	১২০
রোগী দেখে ও রোগ মুক্তির দু'আ	১১৫	দাঁত না পড়ার দু'আ	১২০
বার্ধক্য জনিত কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য দু'আ	১১৫	কিয়ামতের দিন মুখ উজ্জ্বল হওয়ার দু'আ	১২০
অভাব মোচন ও আর্থিক সচ্ছলতার বিশেষ আমল-১, ২			১২১
খাবার খাওয়ার ফরজ ও ওয়াজিবের বিবরণ			১২২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ			
হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ			
আমার মুর্শিদ হযরত কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর মুবারক হস্তলিপি	১২৩	ঈমান নিয়ে মরনের লক্ষণ	১৩৬
দিন ও রাতের সুন্নাত আমল	১২৪	ঈমান হারা হয়ে মরণের লক্ষণ	১৩৬
রাতের আমল	১২৮	আমার মুর্শিদ কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর বাণী	১৩৭
০৫ (পাঁচ) ওয়াক্ত নামায শেষে পড়ার তাসবীহ	১২৯	মীলাদ শরীফ	১৩৯
ফজর ও মাগরিব বাদ পড়ার অজিফা (মোহাম্মদিয়া তরীকা)	১৩০	মহাপ্রস্থান-গজল	১৪২
বিভিন্ন নামায	১৩৪	কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা	১৪২
কবরে সাওয়াল জাওয়াব	১৩৫	নামাযের চিরস্থায়ী সময়সূচী	১৪৪
কবর যিয়ারত	১৩৫		

আল-কুরআনের বাণী

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য যেরূপ মুত্তাকী (আল্লাহ্ প্রেমিক ও তাঁর ভয়ে ভীত) হওয়া উচিত সেরূপ মুত্তাকী হও এবং কামিল (পূর্ণ) মুসলমান না হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করো না।"– কুরআন (৩ঃ১০২)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

"যারা ঈমানদার তাঁরা আল্লাহ্ তা'য়ালাকে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসেন।"– কুরআন (২ঃ১৬৫)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

"নবী [হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] মু'মিনদের নিকট তাদের স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয় এবং তাঁর বিবিগণ তাদের (মু'মিনদের) মাতা।"– কুরআন (৩৩ঃ৬)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা মানব জাতিকে সন্ত্রস্ত করে দিয়েছেন–

إِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

"তোমার প্রভুর নিকটে (কিয়ামতের) এক দিন তোমাদের (দুনিয়ার) গণনায় এক হাজার বছরের সমান।"– কুরআন (২২ঃ৪৭)

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন শরীফ

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ঃ

১। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এরশাদ করেন–

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

"হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার জন্য যতটুকু সহজ-সাধ্য হয়, ততটুকুই কুরআন থেকে তিলাওয়াত করুন।"– সূরা মুয্যাম্মিল (৭৩ঃ২০)

হাদীস শরীফের আলোকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের ফজিলত ঃ

১। হযরত ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন শরীফ নিজে শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।"– বুখারী শরীফ

২। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– "তোমরা কুরআন শরীফ পড়বে। কেননা তা কিয়ামতের দিন পাঠকদের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে উপস্থিত হবে।"– মুসলিম

৩। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "লোহায় পানি লাগার ফলে যেভাবে মরিচা ধরে, অন্তরসমূহে সেভাবে মরিচা ধরে। আরয করা হলো ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা পরিস্কার করার উপায় কি? তিনি বলেন- বেশী-বেশী মৃত্যুর স্মরণ এবং কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।"- বায়হাকী শরীফ

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে ১১৪টি সূরার নিয়তের নমুনার বর্ণনা

"আমি আমার সিনার তরফ মোতাওয়াজ্জো আছি, আমার সিনা (তরীকতপন্থী হলে বলবেন) হযরত পীর সাহেব কিবলার সিনার উসিলায় অথবা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)– এর সিনার তরফ মোতাওয়াজ্জো আছে, আল্লাহ্পাকের লওহে মাহফুজ হতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিনা মুবারকের

উসিলায়, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সিনায় কুরআন শরীফের সূরা (নাম) এর যে ফায়েজ জারী হয়েছিল, সে ফায়েজ আমার সিনাতে জারী হোক, ইয়া আল্লাহ্।" এরূপ নিয়ত করে সূরাটি পড়বেন।

কুরআন শরীফের কয়েকটি সূরা ও এর ফজিলত

সূরা ফাতিহা

ফজিলত ঃ

১। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কসম সেই আল্লাহ্র, যার হাতে আমার জীবন, এর (সূরা ফাতিহার) ন্যায় কোন সূরা না তওরাতে, না ইঞ্জিলে, না যাবুরে, আর না এ কোরআনে নাযিল হয়েছে।"– তিরমিযী শরীফ

সূরা ফাতিহা	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	সূরা নম্বর- ০১
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢		
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ		
نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥		
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ		
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٦		

সূরা ইয়াছিন

ফজিলত ঃ

১। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "প্রত্যেক জিনিসের একটি কলব (হৃদয়) আছে, আর কুরআন এর কলব হল সূরা ইয়াছিন। যে তা একবার পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার দরুন তার জন্য দশবার কুরআন শরীফ পড়ার (খতম করার) সওয়াব নির্ধারণ করবেন।"–তিরমিযী শরীফ

সূরা ইয়াছিন	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	সূরা নম্বর- ৩৬

يٰسٓ ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾ عَلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ
فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾
اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ
فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ
بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ

شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٣﴾ اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ اِنِّيْٓ
اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٥﴾ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ؕ قَالَ يٰلَيْتَ
قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٧﴾
وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا
مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾
يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٠﴾ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ
اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾ وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾
وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا
فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا
يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ
وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ
النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ

تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ
الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ
سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا
ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا
يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا
رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ
وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ
إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ
إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن
كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ
وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ

الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً
فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا
وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ
فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ
مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾ سَلٰمٌ قَوْلًا
مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ اَلَمْ اَعْهَدْ
اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾
وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا
كَثِيْرًا ۭ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾
اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ
وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ
نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾
وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا
يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۭ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ
مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾
اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا
مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾
وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوْا
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ
وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا
نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾ اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ
مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ
خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيْهَا
الَّذِيْۤ اَنْشَاَهَاۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ ﴿٧٩﴾ الَّذِيْ
جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَاۤ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾
اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ
يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۙ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾ اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗ

إِذَا أَرَادَ شَيْـًٔا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝٨٢ فَسُبْحٰنَ
الَّذِي بِيَدِهٖ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝٨٣

সূরা আর-রহমান

ফজিলত ঃ

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শোনেছি যে, "প্রত্যেক জিনিসের একটি শোভা রয়েছে, আর কুরআন এর শোভা হচ্ছে 'সূরা আর্রহমান'।" –মিশকাত শরীফ

সূরা আর্রহমান	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	সূরা নম্বর- ৫৫

اَلرَّحْمٰنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝٢ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝٣ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٤ اَلشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝٥ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝٦ وَالسَّمَآءَ
رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝٧ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ۝٨ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝٩ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۝١٠
فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۝١١ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ
وَالرَّيْحَانُ ۝١٢ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٣ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ
صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝١٤ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝١٥ فَبِاَيِّ

اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٧﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٨﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٩﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿٢٠﴾ بَيْنَهُمَا
بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٢﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا
اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٣﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٤﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ
الْمُنْشَـَٔاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾ يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَاْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾ سَنَفْرُغُ
لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ
وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا
تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ

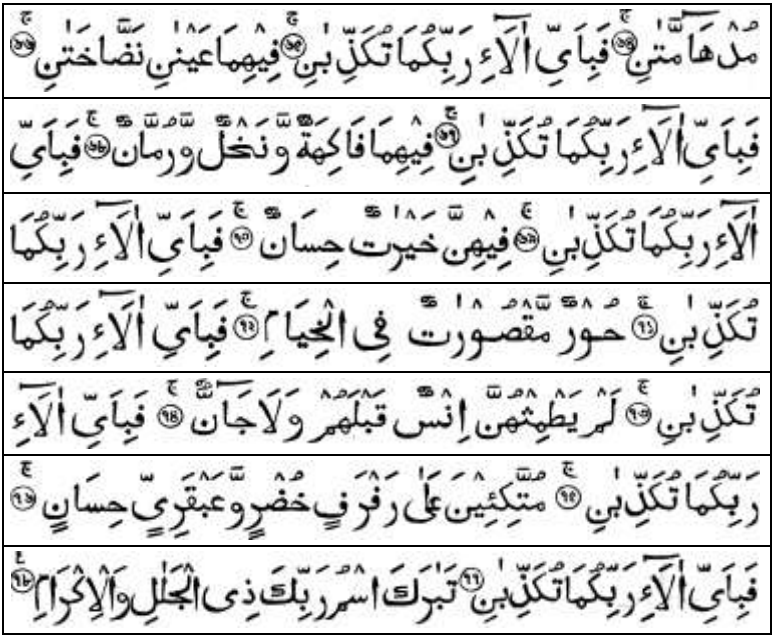

সূরা মূলক্

ফজিলত ঃ

১। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল' ও 'সূরা তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মূলক্' যতক্ষণ না পড়তেন, ততক্ষণ নিদ্রা যেতেন না।"– মুসনাদে আহ্মদ ও তিরমিযী শরীফ

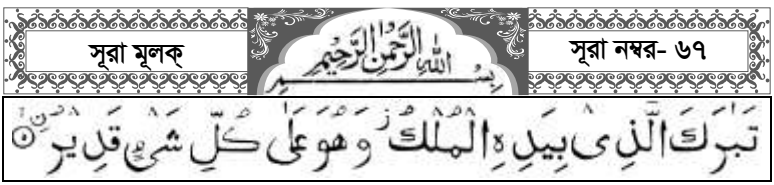

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۭ وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِىْ
خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاۗءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ
وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ
جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ
تَفُوْرُ ۝ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۭ كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ
اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاۗءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا
نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا
نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ
فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝ وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ

بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٣﴾ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٤﴾ هُوَ
الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ
رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ
الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ
حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ۛ
مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۢ بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ
هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ
غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ؕ بَلْ لَّجُّوْا فِيْ
عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ﴿٢١﴾ اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِيْ
سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ
فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ

كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ

اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ

اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ

اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

সূরা সাজদাহ্

ফজিলত ঃ

১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম্মার দিন ফযরের নামাযে 'আলিফ-লাম-মীম আস-সাজ্দাহ্' এবং 'হাল-আতা আলাল ইনসানে' পাঠ করতেন।"– বুখারী শরীফ

সূরা সাজদাহ্ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | **সূরা নম্বর- ৩২**

الٓمّٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اَتٰىهُمْ

مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى
الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝٤
يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝٥ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٦ الَّذِيْۤ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ
الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۝٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝٨ ثُمَّ
سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَ
الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝٩ وَقَالُوْۤا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا
لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝١٠ قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ
مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝١١
وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَا
اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۝١٢ وَلَوْ شِئْنَا
لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝١٣ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ

هٰذَا ۚ إِنَّا نَسِينٰكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايٰتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ

الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾

أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَأْوٰى ۖ

نُزُلًۢا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوٰىهُمُ

النَّارُ ۖ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَآ أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ

ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ

الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ

الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُن فِى

مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآئِهِۦ وَجَعَلْنَٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ
أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾
أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ
فِى مَسَٰكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ
يَرَوْا۟ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًا تَأْكُلُ
مِنْهُ أَنْعَٰمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا
ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟
إِيمَٰنُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

সূরা মুয্যাম্মিল

ফজিলত ঃ

১। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "বিপদের সময় সূরা মুয্যাম্মিল পাঠ করলে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বিপদ হতে মুক্তি মিলে।"– তাফসিরে বয়জাবী শরীফ

২। সূরা মুয্যাম্মিল সব সময় তিলাওয়াত করলে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত নসিব হয়।"

সূরা মুয্যাম্মিল	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	সূরা নম্বর- ৭৩

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ﴿١﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ﴿٢﴾ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ﴿٣﴾
اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۭ﴿٤﴾ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۭ﴿٥﴾
اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۭ﴿٦﴾ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا
طَوِيْلًا ۭ﴿٧﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۭ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۭ﴿٩﴾ وَاصْبِرْ عَلٰي مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا
جَمِيْلًا ۭ﴿١٠﴾ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ۭ﴿١١﴾ اِنَّ
لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۙ﴿١٢﴾ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۙ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ
الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ۭ﴿١٤﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ
رَسُوْلًا ۢ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۭ﴿١٥﴾ فَعَصٰى
فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ۭ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ
كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَۨا ۙ﴿١٧﴾ السَّمَاۗءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ۭ كَانَ
وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ۭ﴿١٨﴾ اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَاۗءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ
سَبِيْلًا ۭ﴿١٩﴾ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ

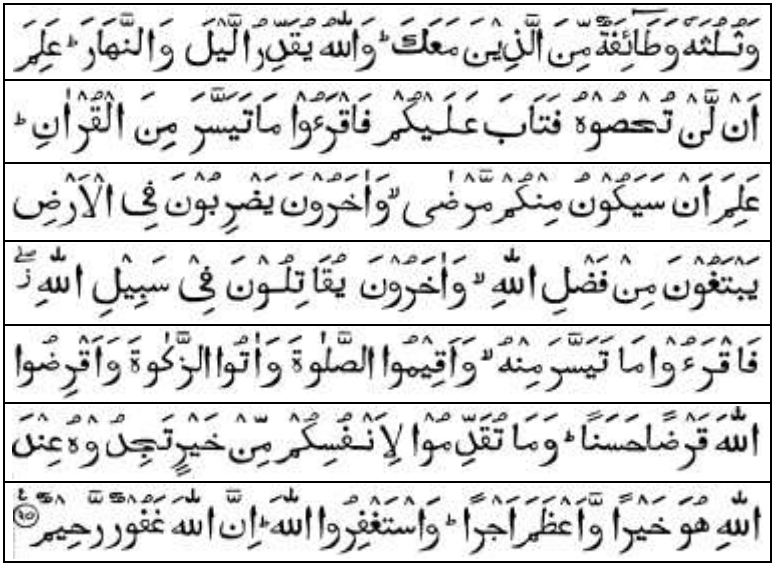
وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ
اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ
عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ
يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ز
فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا
اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ
اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

সূরা ওয়াকিয়া

ফজিলত ঃ

১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাত্রে সূরা ওয়াকিয়া পড়বে, কখনও সে দারিদ্রে পতিত হবে না। (পরবর্তী রাবী বলেন) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) তাঁর মেয়েদেরকে প্রত্যেক রাতে এটা পড়তে বলতেন।"– বায়হাকী শরীফ

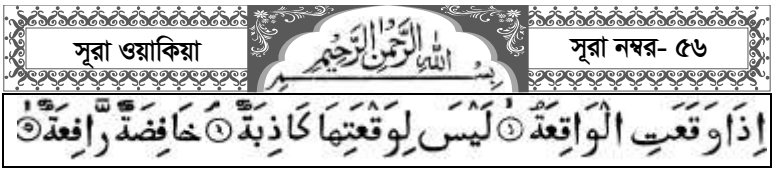

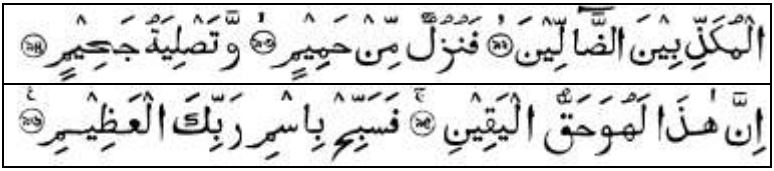

الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ۝٩٢ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ۝٩٣ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ۝٩٤
إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۝٩٥ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝٩٦

সূরা দুখান

ফজিলত ঃ

১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "যে ব্যক্তি রাতে 'সূরা হা-মীম দুখান' পড়ে, আর সকালে উঠে, তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।"– তিরমিযী শরীফ

২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "যে জুমু'আর রাতে 'সূরা হা-মীম দুখান' পড়বেন, তাকে ক্ষমা করা হবে।"- তিরমিযী শরীফ

সূরা দুখান	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	সূরা নম্বর- ৪৪

حمٓ ۝١ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝٢ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ
إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝٤ أَمْرًا مِّنْ
عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝٥ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ۝٦ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم
مُّوقِنِينَ ۝٧ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ

آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾ فَارْتَقِبْ يَوْمَ
تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هَٰذَا عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنَّىٰ لَهُمُ
الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا
مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾
يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا
قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ
عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۚ
إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ
أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ
هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾
وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ
وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾
كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ

وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿١٢٥﴾ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ
الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿١٢٦﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٢٧﴾
وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰي عِلْمٍ عَلَي الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٨﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ
مَا فِيْهِ بَلٰۗؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿١٢٩﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَاۗءِ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٣٠﴾ اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا
الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿١٣١﴾ فَاْتُوْا بِاٰبَاۗىِٕنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٣٢﴾
اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ اَهْلَكْنٰهُمْ ۡ اِنَّهُمْ
كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لٰعِبِيْنَ ﴿١٣٤﴾ مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾
اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣٦﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ
مَّوْلًى شَيْـــًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٣٧﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ
الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٣٨﴾ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿١٣٩﴾ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿١٤٠﴾
كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ﴿١٤١﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿١٤٢﴾ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ
اِلٰى سَوَاۗءِ الْجَحِيْمِ ﴿١٤٣﴾ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿١٤٤﴾
ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿١٤٥﴾ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ

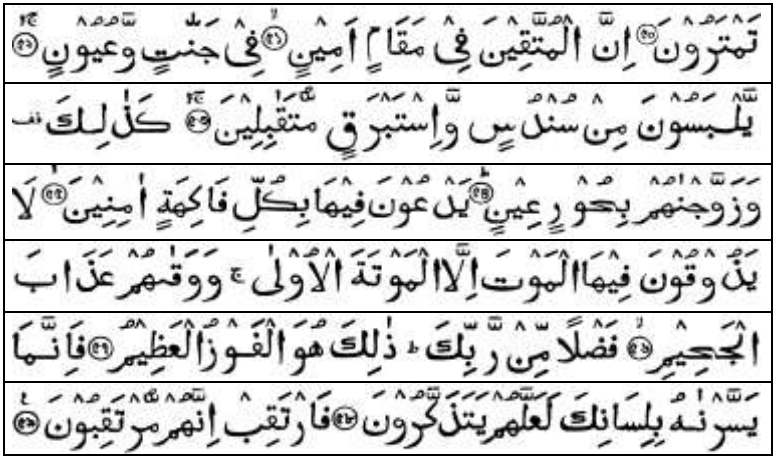

সূরা নূহ

ফজিলত ঃ

১। শত্রু দমনের জন্য সূরা নূহ্ ১০০০ (এক হাজার) বার পড়লে অথবা বে-জোড় সংখ্যায় অনেক লোক একত্রে একই বৈঠকে অথবা দুই-তিন দিন পড়লে শত্রু ধ্বংস হয়ে যাবে।

إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي
دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّي
كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا
ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ
جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾ فَقُلْتُ
اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ
أَنْهَارًا ﴿١٢﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَوْا
كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا
وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾
ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ
عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوا
مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ۙ

وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ
إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا
لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ
مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا
إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ
مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

সূরা বুরূজ

ফজিলত ঃ

১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার নামাযে 'অস্সামায়িজাতিল বুরূজ' এবং 'অস্সামায়ি ওত্তারিক' এ সূরা দুটি পড়তেন।"–মুসনাদে আহমদ

উক্ত বর্ণনাকারী আরও বলেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার নামাযে 'সামাওয়াত' এর সূরাগুলো পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন।"– মুসনাদে আহমদ

সূরা বুরূজ — بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ — সূরা নম্বর- ৮৫

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ

وَمَشْهُوْدٍ ۝٣ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٤ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٥
اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝٦ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ
شُهُوْدٌ ۝٧ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٨
الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيْدٌ ۝٩ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ
يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١٠ اِنَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝١١ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝١٢ اِنَّهٗ
هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۝١٣ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝١٤ ذُو الْعَرْشِ
الْمَجِيْدُ ۝١٥ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝١٦ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۝١٧
فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ۝١٨ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ۝١٩ وَّاللّٰهُ
مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝٢٠ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝٢١ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝٢٢

সূরা দোহা

ফজিলত ঃ

১। হযরত উবাই (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে সূরা দোহা তিলাওয়াত করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তাকবীর পাঠের নির্দেশ দেন। ইমামুল কিরাত হযরত আবু হাসান (রাঃ) এখান হতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার শেষে তাকবীর পাঠ সুন্নাত বলেছেন।

তাকবীর ঃ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

সূরা দোহা | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | **সূরা নম্বর- ৯৩**

وَالضُّحٰى ۝١ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝٣
وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ
فَتَرْضٰى ۝٥ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝٦ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا
فَهَدٰى ۝٧ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۝٨ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩
وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١

সূরা ইনশারাহ্

সূরা ইনশারাহ্ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | সূরা নম্বর- ৯৪

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢ الَّذِيْ أَنْقَضَ
ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧ وَإِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

সূরা ত্বীন

সূরা ত্বীন | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | সূরা নম্বর- ৯৫

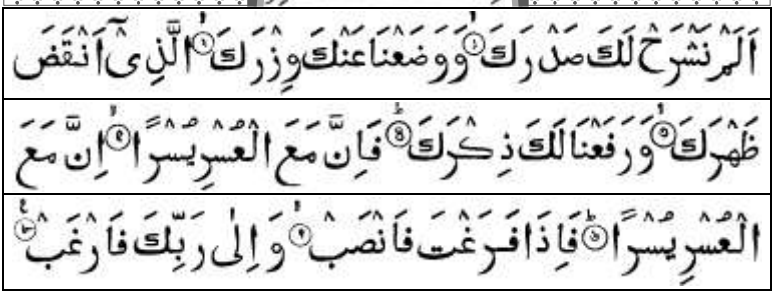

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ ۝٣
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ أَسْفَلَ
سٰفِلِيْنَ ۝٥ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُوْنٍ ۝٦ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

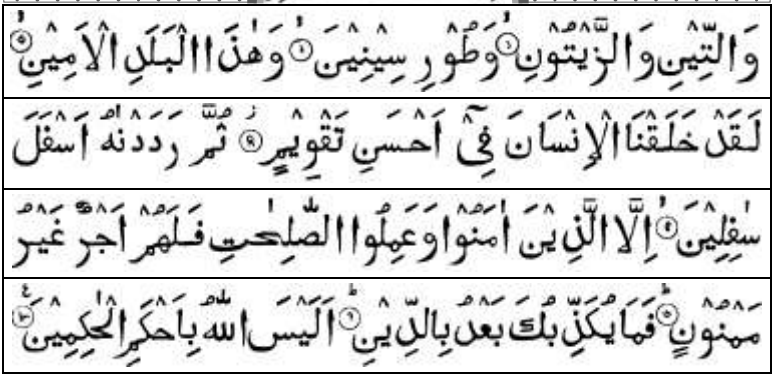

সূরা ক্বদর

সূরা ক্বদর	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	সূরা নম্বর- ৯৭

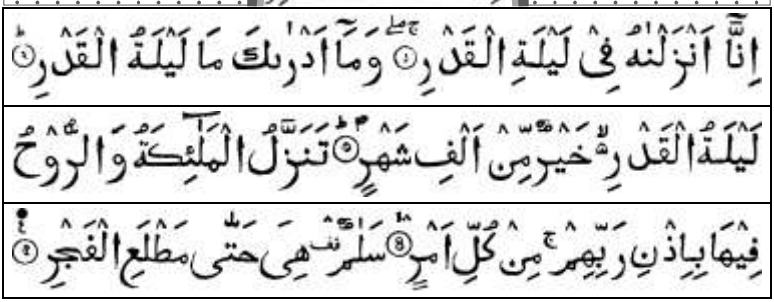

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿٢﴾

لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿٥﴾

সূরা যিলযাল

ফজিলত ঃ

১। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 'সূরা ইযা যুল-যিলাত' (সওয়াবে) কোরআনের অর্ধেকের সমান, 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ্' এক তৃতীয়াংশের সমান এবং 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' এক-চতুর্থাংশের সমান।– তিরমিযী শরীফ

সূরা যিলযাল	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	সূরা নম্বর- ৯৯

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ

أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ ٱلْإِنسَٰنُ مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ

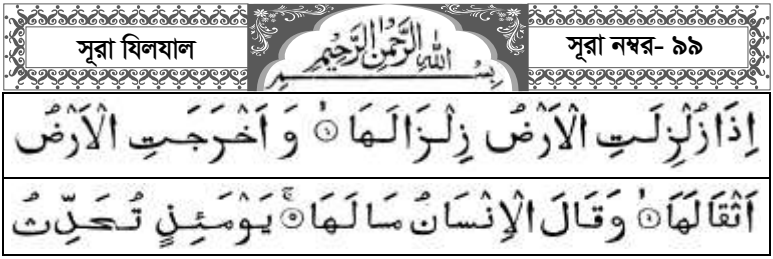

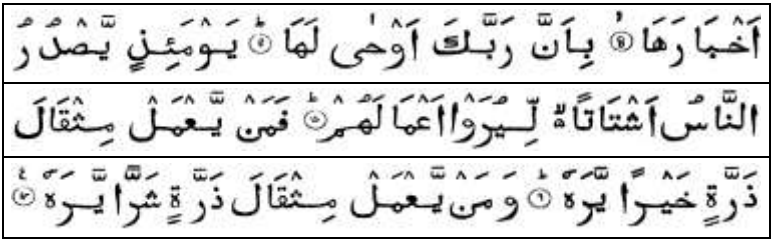

সূরা তাকাসূর

ফজিলত ঃ

১। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- "তোমাদের মধ্যে কেউ কি প্রত্যহ হাজার আয়াত পড়তে পারো না? সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন- কে প্রত্যহ হাজার আয়াত পড়তে পারবেন? তখন তিনি বললেন- তবে কি তোমাদের কেউ প্রত্যহ সূরা 'আলহা-কুমুত্তাকাছুর' পড়তে পারো না?"– বায়হাকী শরীফ

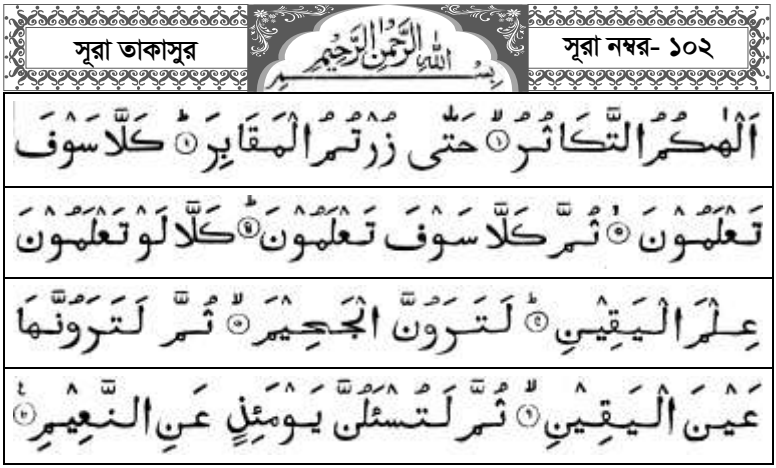

সূরা কাওসার

ফজিলত ঃ

তাফসিরে ইবনে কাসীর-এ উল্লেখ আছে–

১। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– 'কাওসার' হলো একটা জান্নাতী নহর। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে এটা দান করেছেন। আসমানে যত নক্ষত্র রয়েছে কাওসারের পিয়ালার সংখ্যাও ততো।

২। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন- কাওসারের উভয় তীর স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। ইয়াকূত ও মণি-মুক্তার উপর দিয়ে এর পানি প্রবাহিত। ঐ পানি বরফের চেয়েও অধিক সাদা এবং মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি।– তিরমিযী শরীফ

৩। হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- কাওসার এর মাটি হলো ইয়াকূত, পদ্মরাগ, পান্না এবং মণি-মুক্তা। এ সূরাটি খুবই বরকতপূর্ণ।

সূরা কাওসার — بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ — **সূরা নম্বর- ১০৮**

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ① فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ②

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ③

সূরা কাফিরূন

ফজিলত ঃ

১। হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযরের সুন্নতে প্রথম রাকআতে সুরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন।– তিরমিযী শরীফ

সূরা কাফিরূন	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	সূরা নম্বর- ১০৯

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿۱﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿۲﴾
وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ﴿۳﴾ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ
مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ﴿۴﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ﴿۵﴾
لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿۶﴾

সূরা সূরা নাসর

ফজিলত ঃ

১। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- সূরা নাসর কুরআনুল কারীমের এক-চতুর্থাংশের সমতুল্য।– তাফসিরে ইবনে কাসীর

সূরা নাসর	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	সূরা নম্বর- ১১০

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ﴿۱﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ
يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ﴿۲﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۭ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿۳﴾

সূরা লাহাব

ফজিলত ঃ

১। শত্রু দফের জন্য সূরা লাহাব ১০১ বার পাঠ করে দু'আ করলে শত্রু হালাক হয়ে যাবে।

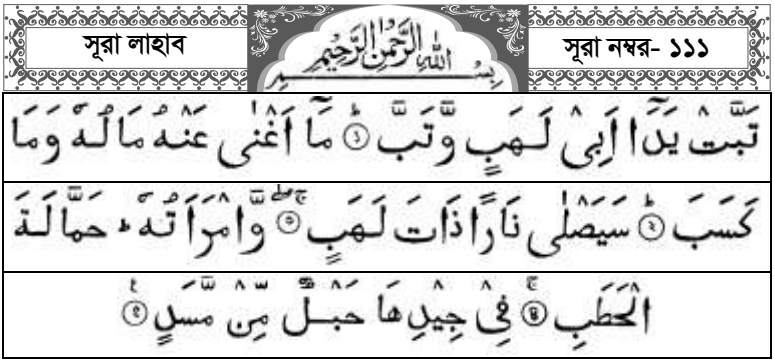

সূরা ইখলাস

ফজিলত

১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী (রাঃ)-গণকে বললেন– "তোমরা সমবেত হও, আজ আমি তোমাদেরকে কুরআন শরীফের এক তৃতীয়াংশ শোনাবো।" সাহাবীগণ (রাঃ) সমবেত হলেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে এসে 'কূল হুওয়াল্লাহু আহাদ্' সূরাটি পাঠ করলেন।"– তিরমিযী শরীফ

২। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক এসে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন- "হে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি 'কূল হুওয়াল্লাহু আহাদ্' এই সুরাটিকে ভালোবাসি।"

তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন– "তোমার এ ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবে।"– তিরমিযী শরীফ

অধম লেখকের কাশ্‌ফ ঃ

মক্কা শরীফ অবস্থানকালে ২৩/১০/২০১২ ইং তারিখ হারাম শরীফে ইশার নামায জামআতে আদায়ের সময় আমার কাশ্‌ফ হলো, আল্লাহ্ তা'য়ালা 'চার কূল' ভালোবাসেন। চার কুল হলো– ক) সুরা কাফিরূন, খ) সূরা ইখলাছ, গ) সূরা ফালাক্ব ও ঘ) সূরা নাস। কারণ, 'কূল' বলে বন্ধুর সাথে বন্ধুর আলাপ (হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আল্লাহ্‌র কথা-বার্তা।) ইচ্ছা করলে নামাযে চার রাকআতে যথাক্রমে– কাফিরূন, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পাঠ করা যায়। আবার দুই রাকআতেও তারতিব রক্ষা করে চার কূল পাঠ করা সম্ভব। যেমন– প্রথম রাকআতে কাফিরূন, তারপর বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ সূরা নস্‌র, আবার বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ সূরা লাহাব পাঠ করা। দ্বিতীয় রাকআতে ইখলাছ পাঠ করার পর বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ সূরা ফালাক্ব ও বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ সূরা নাস পাঠ করতে হবে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য তাঁর ভালোবাসার সূরা চার কূল দ্বারা নামায আদায় করা সহজ।

সূরা ইখলাস	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	সূরা নম্বর- ১১২

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ
يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস

ফজিলত

১। সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস্ প্রতিটি ০৪ (চার) বার করে পাঠ করলে এক খতম কুরআন শরীফ পড়ার সওয়াব পাওয়া যায়।

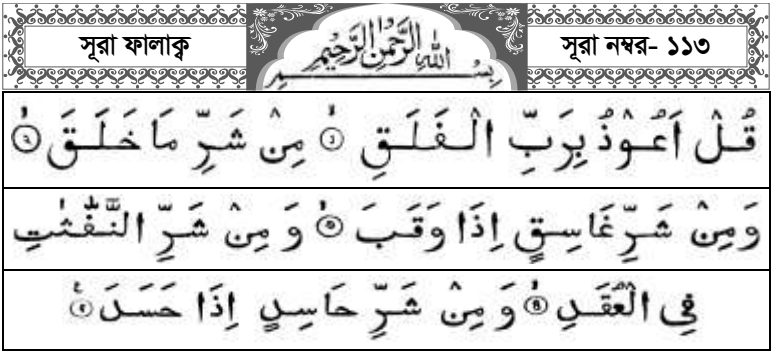

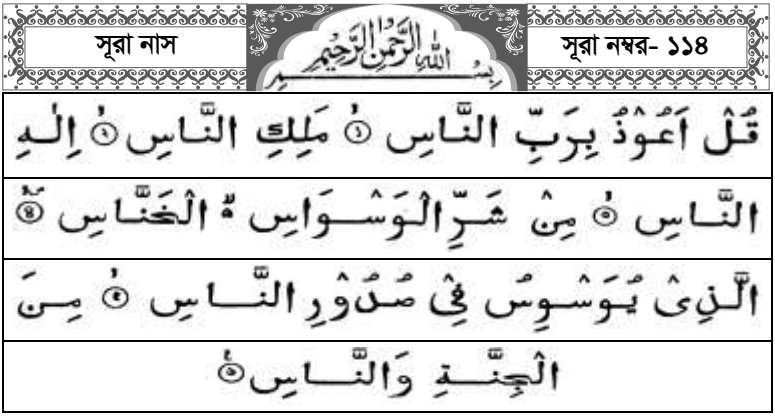

তিলাওয়াতে সিজ্‌দা

কুরআন শরীফে ১৪টি তিলাওয়াতে সিজ্‌দা রয়েছে। তা আদায় করা ওয়াজিব। যদি কারও তিলাওয়াতে সিজদা আদায় বাকী থাকে তবে অবশ্যই মৃত্যুর পূর্বে হলেও আদায় করতে হবে। আদায় না করলে গুনাহ্‌গার হবে।

নিয়ত ঃ "আছজুদু লিল্লাহি সিজ্‌দাতান তিলাওয়াতান", "আমি আল্লাহরই জন্য তিলাওয়াতে সিজ্‌দা দিচ্ছি।"

নিয়ম ঃ আল্লাহু আকবার বলে সিজ্‌দায় যাবেন এবং 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' তিনবার পড়বেন। এরপর আল্লাহু আকবার বলে উঠবেন।

কুরআন শরীফের কিছু আয়াত ও এর ফজিলত

আয়াতুল কূরসী

ফজিলত ঃ

আয়াতুল কুর্‌সীর ফজিলত অনেক। নিম্নে ৩টি ফজিলত বর্ণনা করা হলো—

১। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, আয়াতুল কুরসী যে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর পড়বে তার মৃত্যুর সময় আল্লাহ্‌পাক হাজির থেকে আরামের সাথে রূহ কবজ করাবেন।— কাঞ্জুল উম্মাল

২। যে ব্যক্তি প্রভাতে ও শয়নকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার রক্ষক। সুতরাং সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে শয়তান তার নিকট আসতে পারবে না। শয়তান অঙ্গীকার করেছে, যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, তার নিকট শয়তান যাবে না।— বুখারী শরীফ

৩। যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ১ বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার রিযিক অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। সকালবেলা ঘর হতে বের হওয়ার পূর্বে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে বের হলে সে কখনো অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না।

আয়াতুল কূরসী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	আয়াত- ২ঃ২৫৫

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ

لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ

عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ

وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৮৪-২৮৬

ফজিলত ঃ

১। হযরত আইফা ইবনে আবদ্ কালায়ী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কুরআন শরীফের কোন্ সূরা অধিকতর মর্যাদাবান? তিনি বললেন– 'কূল হুওয়াল্লাহু আহাদ'। ঐ ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কুরআন শরীয়ফের কোন্ আয়াত অধিকতর মর্যাদাবান? তিনি বললেন– আয়াতুল কুরসী "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম"। ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কুরআন শরীফের কোন আয়াত এমন যার বরকত আপনার এবং আপনার উম্মতের প্রতি পৌঁছাতে আপনি ভালোবাসেন? তিনি বললেন– সূরা বাকারার শেষের দিক। কেননা, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর আরশের নিচের ভান্ডার হতে এটা এ উম্মতকে দান করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের এমন কোন কল্যাণ নেই যা এতে নেই।– দারেমী শরীফ

সূরা বাকারা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **আয়াত ঃ ২৮৪-২৮৬**

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ
اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۭ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ
بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ○
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

সূরা আল-ইমরান, আয়াত ঃ ২৬-২৭

ফজিলত ঃ

১। হযরত মায়াজ (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বীয় ঋণের বিষয় উল্লেখ করলে তিনি তাকে সূরা আল-ইমরান এর নিম্নোক্ত আয়াত পড়তে আদেশ দেন।

২। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– ওহুদ পর্বত পরিমাণ ঋণ থাকলেও এর আমল দ্বারা ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়।

সূরা আল-ইমরান — بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ — আয়াত ঃ ২৬-২৭

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي
اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

সূরা আল-ইমরান, আয়াত ঃ ১৯০-১৯৪

ফজিলত ঃ

হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) বলেন– "যে ব্যক্তি রাত্রিতে সূরা আল-ইমরান এর আয়াত 'ইন্নাফি খল্কিস্ সামাওয়াত' হতে 'লা-তুখলিফুল মিয়াদ' পর্যন্ত পাঠ করবে তার জন্য সারা রাত্রিকাল নামাজের সওয়াব লেখা হয়।"– দারেমী শরীফ

সূরা আল-ইমরান بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ **আয়াত ঃ ১৯০-১৯৪**

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ○ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ○ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ

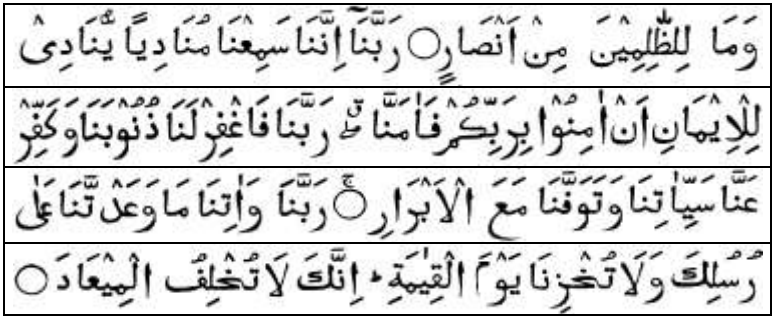

সূরা তওবা, আয়াত ঃ ১২৮-১২৯

ফজিলত ঃ

১। যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ১ বার এই আয়াত পড়বে, সে হাশরের দিন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াত লাভ করবে।

২। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সূরা তওবার ১২৯ নং আয়াতের নিম্নোক্ত অংশটুকু সাত বার পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার সকল কাজ সমাধা করে দেন, তার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করেন এবং হায়াত বৃদ্ধি করেন।

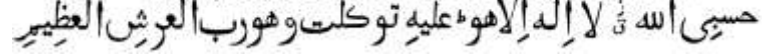

সূরা হাশর, আয়াত ঃ ২২-২৪

ফজিলত ঃ

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি সকালে "আউযুবিল্লাহিছ্ সামিঈল আলিমি মিনাশ্ শাইতনির রযিম" তিন বার পড়ার পর সূরা হাশর এর শেষ ৩টি আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা ৭০ (সত্তর) হাজার ফিরিশতা নিযুক্ত করেন। যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমত বর্ষণের দু'আ করতে থাকেন। আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে অনুরূপ মর্যাদা লাভ করে থাকেন।– তিরমিযী শরীফ, তফসীরে ইবনে কাসীর

অন্য বর্ণনায় আছে– যদি সে মারা যায় তবে শহীদের মর্যাদা লাভ করবেন।

সূরা হাশর	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	আয়াত ঃ ২২-২৪

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ ا

لرَّحِيْمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ

الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۭ يُسَبِّحُ لَهٗ

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

সূরা তালাক্ব, আয়াত ঃ ২-৩

ফজিলত ঃ

প্রত্যেক নামাযের পর তিন বার নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলে রিযিক বৃদ্ধি পাবে ও বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকবেন।

সূরা তালাক্ব	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	আয়াত ঃ ২-৩
وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۭ		
وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۭ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ		
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝		

সূরা ত্ব-হা, আয়াত ঃ ২৫-২৮

ফজিলত ঃ

প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ একুশ বার পাঠ করলে স্মরণশক্তি ও ইল্‌ম বৃদ্ধি পাবে।

সূরা ত্ব-হা	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	আয়াত ঃ ২৫-২৮
قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۝ وَاحْلُلْ		
عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۝		

সূরা আ'লা, আয়াত ঃ ৬

ফজিলত ঃ

নিয়মিত নিম্নের আয়াত পাঠ করলে স্মরণশক্তি ও ইল্‌ম বৃদ্ধি পায়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমার মুর্শিদ কিবলা কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এ নিয়ামত লাভ করেছেন।

সূরা আ'লা	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	আয়াত ঃ ০৬

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى

সূরা আর্‌রহমান, আয়াত ঃ ১-৪

ফজিলত ঃ

প্রত্যহ ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর নিম্নের আয়াতগুলো এগার বার পাঠ করলে স্মরণশক্তি ও ইল্‌ম বৃদ্ধি পায়।

সূরা আর্‌রহমান	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	আয়াত ঃ ১-৪

اَلرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

আয়াতে শিফা

ফজিলত ঃ

যে কোন কঠিন রোগে নিম্নের আয়াতগুলো চীনা মাটির বর্তনে লিখে ধুয়ে রোগীকে পানি পান করালে অথবা তাবীয লিখে গলায় বেঁধে দিলে, যত কঠিন রোগই হোক না কেন আল্লাহ্‌র রহমতে তা আরোগ্য হয়।

আয়াতে	بسم الله الرحمن الرحيم	শিফা
١ - وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ○ ٢- وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ○		
٣ - يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ○		
٤- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○ ٥- وَاِذَا		
مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ○ ٦ - قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ○		

আয়াতে সালাম

ফজিলত ঃ

যে ব্যক্তি নিম্নলিখিত সাতটি আয়াত প্রত্যেক নামাজের পর পাঠ করে সমস্ত শরীরে ফুঁক দিবে অথবা লিখে ধুয়ে পানি পান করবেন আল্লাহ্‌ তাকে সকল বিপদ হতে হিফাজতে রাখবেন।

আয়াতে	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	সালাম
(١) سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ (٢) سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ (٣)		
سَلَامٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ (٤) سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ (٥) سَلَامٌ عَلٰى		
اِلْ يَاسِيْنَ (٦) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ (٧) سَلَامٌ هِيَ		
حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ		

৩৩ আয়াত

ফজিলত ঃ

যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় এ আয়াতসমূহ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার রিযিক ও আয়ে অধিক বরকত দান করবেন। সে সকলের নিকট সম্মানিত হবে। সকলে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সাথে তার উপদেশ শ্রবণ করবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে।

৩৩	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	আয়াত
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ		
الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ		
الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ		
عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ ۔ آمِيْنَ		

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۔ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ
الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۔ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۔ اُولٰٓئِكَ
عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۔ وَاِلٰهُكُمْ
اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ
لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ
اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ
بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ * لَا
اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ
بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ * اَللّٰهُ وَلِىُّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۔ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى

الظُّلُمٰتِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ
لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ
اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۭ فَيَغْفِرُ لِمَنْ
يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔ اٰمَنَ
الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ
وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ
لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۭ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا اكْتَسَبَتْ ۭ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَي الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۡ وَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا ۡ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ
قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۗءُ وَتَنْزِعُ
الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۗءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۗءُ ۭ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۗءُ ۭ بِيَدِكَ
الْخَيْرُ ۭ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ
وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۡ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۔ اِنَّ
رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ

اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا
وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ
تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۔ وَلَا تُفْسِدُ فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا
وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ
قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ
الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ
ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ
لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا
اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا
لَا تُرْجَعُوْنَ ۔ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۔ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ
بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۔ وَقُلْ رَّبِّ
اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ
وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۔ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۔ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۔ اِنَّ
اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ
الْمَشَارِقِ ۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨالْكَوَاكِبِ ۔
وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۔ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَا

اِلْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۔ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ
وَّاصِبٌ ۔ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۔
فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ
مِنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۔ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ
تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَاتَنْفُذُوْنَ اِلَّا
بِسُلْطٰنٍ ۔ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا
شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ۔ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ۔ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۔
فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ
اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ۔ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا
الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ
اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۔
هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ
الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ
الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۔ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا
سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۔ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ
نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۔ وَاَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً
وَّلَا وَلَدًا ۔ وَّاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۔ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۔ وَ لَآ
اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۔ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۔ وَ لَآ
اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۔ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۔ وَلَمْ
يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۔ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۔ وَمِنْ شَرِّ
غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۔ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۔ وَمِنْ شَرِّ
حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . اِلٰهِ النَّاسِ . مِنْ
شَرِّ الْوَسْوَاسِ لا الْخَنَّاسِ . الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ
النَّاسِ . مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফ

কুরআন শরীফের আলোকে দরূদ শরীফ ঃ

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ (রহমত বর্ষণ) করেন। আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করেন (আল্লাহ্ রহমত করেন ও ফিরিশতাগণ নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন); হে ঈমানদারগণ, তোমরাও তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) উপর দরূদ ও যথার্থভাবে সালাম পাঠ করো।"– কুরআন (৩৩ঃ৫৬)

হাদীস শরীফের আলোকে দরূদ শরীফ ঃ

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلٰوةً وَّاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَّحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَّرُفِعَتْ لَهٗ عَشْرُ دَرَجَاتٍ

১। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। এতদ্ব্যতীত তার দশটি গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে এবং দশটি মরতবা বৃদ্ধি করে দেয়া হবে।"– নাসাঈ শরীফ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلٰوةً

২। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "কিয়ামতে আমার নিকটতম ব্যক্তি সে-ই হবে, যে আমার উপর অধিক দরূদ পাঠ করবে।"– তিরমিযী শরীফ

৩। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, "দু'আ আসমান ও জমিনের মধ্যে শূন্যে অবস্থান করতে থাকে, এর কিছুই উপরে উঠে না যতক্ষণ না তোমার নবীর উপর দরূদ পাঠ করো।"– তিরমিযী শরীফ

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ শরীফ জীবনে একবার পাঠ করা ফরয। সুন্নাত হলো- যতবার তাঁর নাম শোনবেন ততোবারই তাঁর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবেন।

দরূদ শরীফ পড়ার নিয়ত ঃ

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জো আছি, আমার কলব হযরত পীর সাহেব কিবলার কলবের (বা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কলবের) দিকে মোতাওয়াজ্জো আছে; তাঁর কলব হতে দু'আ, তাওয়াজ্জো, মহব্বত, দরূদ শরীফ ও যিয়ারতের ফায়েজ আমার কলবে আসুক, ইয়া আল্লাহ্।"

দরূদে ইব্রাহীম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত আবু হুমায়দ সায়েদী (রাঃ) বলেন, সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা আপনার প্রতি কিরূপে দরূদ পাঠ করবো? রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– তোমরা বলো–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ — متفق عليه

ফজিলত ঃ

এ দরূদের অন্যতম ফজিলত এই যে, যদি কোন ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখার আকাঙ্খা করে, তবে সে যেন চন্দ্র মাসের শুক্ল পক্ষে (চন্দ্র মাসের ১ তারিখ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে) প্রথম বৃহস্পতিবার রাত্রে ইশার বাদে পবিত্র শরীরে ও সুগন্ধিযুক্ত পোশাকে ১৮০ বার এ দরূদ পাঠ করে। এভাবে এগার দিন পাঠ করলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সে ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যিয়ারত লাভে ধন্য হবেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ شَافِعِ
الْمَحْشَرِ وَصَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ وَسَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ اسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَرْفُوْعٌ مَشْفُوْعٌ مَنْقُوْشٌ فِى
اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُعَطَّرٌ مُطَهَّرٌ مَنُوْرٌ فِى الْبَيْتِ
وَالْحَرَمِ شَمْسِ الضُّحٰى بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ الْعُلٰى نُوْرِ الْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى مِصْبَاحِ الظُّلَمِ
جَمِيْلِ الشِّيَمِ شَفِيْعِ الْاُمَمِ صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاللّٰهُ عَاصِمُهٗ وَجِبْرِيْلُ خَادِمُهٗ
وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهٗ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهٗ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهٗ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهٗ
وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهٗ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ
اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ رَاحَةِ الْعَاشِقِيْنَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ
سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِىِّ
الْحَرَمَيْنِ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسِلْتَنَا فِى الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ
الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ اَبِى الْقَاسِمِ

محمد بن عبد الله نور من نور الله ○ يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا
عليه وآله وسلموا تسليما ○

দরূদে بسم الله الرحمن الرحيم লাখি

ফজিলত ঃ

১। যদি কোন ব্যক্তি এ দরূদ নিয়মিত পাঠ করে তবে কিয়ামতের ময়দানে সকল প্রকার অস্থিরতা থেকে সে রক্ষা পাবেন।

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله ○
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله ○
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله ○
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله ○
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله ○
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله ○
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام
الله ○ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد
قطرات الأمطار ○ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
محمد بعدد أوراق الأشجار ○ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى
آل سيدنا محمد بعدد رمل القفار ○ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا خُلِقَ فِي الْبِحَارِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ
وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْحُبُوْبِ وَالثِّمَارِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِ الَّيْلُ وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ ۝
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ
عَلَيْهِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ
الْخَلَآئِقِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ
نُجُوْمِ السَّمٰوٰتِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۝ صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَاَنْبِيَآئِهٖ
وَرُسُلِهٖ وَجَمِيْعِ الْخَلَآئِقِ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَقَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ
وَشَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ
وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ وَيَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ
اَجْمَعِيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا دَآئِمًا اَبَدًا كَثِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

দরূদে আল-বাইয়াতিহি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ফজিলত ঃ

"আসল বেহেশতের সোপান" নামক কিতাবের ২২৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, "যে ব্যক্তি নিম্নের দরূদ শরীফ সকালে তিনবার ও সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করে তার আমলনামায় ৬০ (ষাট) হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব লেখা হয়। এছাড়াও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং তাঁর যিয়ারত যথাশীঘ্র নসিব হয়ে যায়।"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا اخْتَلَفَ الْمَلَوَانِ
وَتَعَاقَبَ الْعَصْرَانِ وَكَرَّ الْجَدِيْدَانِ وَاسْتَقَلَّ الْفَرْقَدَانِ وَبَلِّغْ رُوْحَهٗ وَاَرْوَاحَ
اٰلِ بَيْتِهٖ مِنَ التَّحِيَّةِ وَالسَّلَامِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَثِيْرًا

দরূদে হাজারী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ফজিলত ঃ

তিন বার এ দরূদ শরীফ কবরস্থানে গিয়ে পাঠ করলে আল্লাহ্ তা'য়ালা এর বরকতে ৮০ বৎসরের আযাব কবরস্থান থেকে উঠিয়ে দেন। যদি বিশ বার এ দরূদ পাঠ করে তার সওয়াব মা-বাবাকে দান করে, তবে সে যেন মাতা-পিতার সমস্ত দাবী পূরণ করলো। আল্লাহ্ তা'য়ালা তার মাতা-পিতার কবর যিয়ারতের জন্য এক হাজার ফিরিশতা পাঠিয়ে দেন, তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজে নিযুক্ত থাকবেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ سِ الصَّلٰوةُ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ سِ الرَّحْمَةُ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
مَّا دَامَ سِ الْبَرَكَاتُ وَصَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ وَصَلِّ عَلٰى صُوْرَةِ مُحَمَّدٍ فِى الصُّوَرِ
وَصَلِّ عَلٰى اِسْمِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَسْمَاءِ وَصَلِّ عَلٰى نَفْسِ مُحَمَّدٍ فِى النُّفُوْسِ وَصَلِّ عَلٰى قَلْبِ

مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوْبِ وَصَلِّ عَلٰى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ وَصَلِّ عَلٰى رَوْضَةِ مُحَمَّدٍ فِي
الرِّيَاضِ وَصَلِّ عَلٰى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَجْسَادِ وَصَلِّ عَلٰى تُرْبَةِ مُحَمَّدٍ فِي التُّرَابِ وَصَلَّى اللّٰهُ
عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَحْبَابِهٖ
اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۰

খোলাফায়ে রাশেদীনের بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ স্মরণে দরূদ শরীফ

নিসবাতে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّدِيْنَةِ الْعِلْمِ وَعَلٰى اَسَاسِهَا صَاحِبِهِ الْغَارِ
حَضْرَتْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ـ

"আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিম্ মাদিনাতিল ইলমি ওয়া আলা আসাসিহা সাহিবিহিল গারে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্হু।"

নিসবাতে হযরত উমর (রাঃ) ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّدِيْنَةِ الْعِلْمِ وَعَلٰى مَظْهَرِ عَدْلِهٖ سَيِّدِنَا
حَضْرَتْ عُمَرْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ـ

"আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিম্ মাদিনাতিল ইলমি ওয়া আলা মাজহারি আদলিহী সাইয়িদিনা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্হু।"

নিসবাতে হযরত ওসমান (রাঃ) ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى ذِى النُّوْرَيْنِ سَيِّدِنَا عُثْمَانُ
رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ـ

"আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলাহ জিন্নুরাইন, সাইয়িদিনা ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্হু।"

নিসবাতে হযরত আলী (রাঃ) ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّدِيْنَةِ الْعِلْمِ وَعَلٰى بَابِهَا سَيِّدِنَا عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ۔

"আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিম্ মাদিনাতিল ইলমি ওয়া আলা বাবিহা সাইয়িদিনা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্হু।"

উম্মুল মু'মীনিন হযরত খাদীজা (রাঃ) এর স্মরণে দরূদ শরীফ

আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা জাওজাতিহী হযরত খাদীজা (রাঃ)।

মুহাম্মাদীয়া তরীকার দরূদ শরীফ ঃ

ফজরের নামাযের পর–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحْىِ سُنَّتِهِ الشَّيْخِ حَضْرَتْ قُطْبُ الْاِرْشَادِ صُوْفِىْ حَبِيْبُ الرَّحْمٰنُ اِمَامُ الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ–

ইশার নামাযের পর–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ–

মোজাদ্দেদীয়া তরীকার দরূদ শরীফ ঃ

ফজরের নামাযের পর–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحْىِ سُنَّتِهِ الشَّيْخِ حَضْرَتْ مُجَدِّدِ اَلْفِ ثَانِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ–

ইশার নামাযের পর–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّسِيلَتِىْ اِلَيْكَ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ–

ক্বাদরীয়া তরীকার দরূদ শরীফ ঃ

ফজরের নামাযের পর–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اَرْشَدِ
اَوْلَادِهِ الشَّيْخِ حَضْرَتْ عَبْدُ الْقَادِرِ جِيْلَانِىْ اِمَامُ الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ
الْكَامِلِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ–

ইশার নামাযের পর–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ–

চিশ্‌তীয়া তরীকার দরূদ শরীফ ঃ

ফজরের নামাযের পর–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحْىِ
سُنَّتِهِ الشَّيْخِ حَضْرَتْ خَاجَهْ مُعِيْنُ الدِّيْنِ الچِشْتِىْ اِمَامُ
الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ–

ইশার নামাযের পর–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ–

ফজিলত ঃ

১। কোন ব্যক্তি মারাত্মক রোগাক্রান্ত হলে কয়েকজন পরহেজগার আলিম একত্রিত হয়ে এ দরূদ ৪৪৪৪ বার পাঠ করে আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে দু'আ করলে উক্ত দু'আ কবুল হয় ও আরোগ্যলাভ হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلٰوةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَ
تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمْ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ
بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفْسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ.

ফজিলত ঃ

১। কোন ব্যক্তি চাকুরী হারালে বা কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে বা মোকদ্দমায় বিজয়ী হবার আশা না থাকলে খাস নিয়তে এক হাজার বার দরূদে তুনাজ্জিনা পাঠ করে দু'আ করলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার দু'আ কবুল করবেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ
وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّاٰتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا
عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيٰوةِ
وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

দরূদে মাহী

ফজিলত ঃ

প্রত্যহ ফযরের নামাজের পর অন্ততঃ সাত বার করে এ দরূদ পাঠ করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে ও বিপদ-আপদ হতে নিরাপদে থাকবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَلَائِقِ اَفْضَلِ الْبَشَرِ شَفِيْعِ الْاُمَّةِ
يَوْمَ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ وَصَلِّ عَلٰى
جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ
الصَّالِحِيْنَ وَارْحَمْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

দরূদে ফুতুহাত

ফজিলত ঃ

প্রত্যহ এ দরূদ শরীফ তিন বার পাঠ করলে জীবনে কখনো অবনতি ঘটবে না ও ধনে-জনে সমৃদ্ধিশালী থাকবে।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَعَلٰى اٰلِهٖ بِعَدَدِ اَنْوَاعِ
الرِّزْقِ وَالْفُتُوْحَاتِ يَا بَاسِطُ الَّذِيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ اُبْسُطْ عَلَيْنَا رِزْقًا وَّاسِعًا مِّنْ كُلِّ جِهَةٍ مِّنْ خَزَائِنِ
غَيْبِكَ بِغَيْرِ مِنَّةِ مَخْلُوْقٍ بِمَحْضِ فَضْلِكَ وَكَرَمِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ —

ফজিলত ঃ

হযরত ইমাম শাজালী (রঃ) বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন, "যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে ৭০ জন ফিরিশতা ১০০০ দিন পর্যন্ত দরূদ শরীফের ফজিলত তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করবেন এবং তার ও তার মাতা-পিতার সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।"

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى مُحَمَّدٍ
وَعْتِىْ مُحَمَّدٍ دَرَجَةً وَّ وَسِيْلَتِىْ فِى الْجَنَّةِ - اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ
وَعَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَجْزِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهٗ

ফজিলত ঃ

এ দরূদ শরীফ সর্বদা পাঠ করলে ইহ-পরকালের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝

ফজিলত ঃ

এ দরূদ শরীফ সকল-সন্ধ্যা তিন বার পাঠ করলে তার গুনাহ্ মাফ হয়, দু'আ কবুল হয়, শত্রু দমন হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَوَّلِيْنَ وَصَلِّ عَلٰى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى النَّبِيِّ
وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْمُرْسَلِيْنَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ فِى الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

দরূদে	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	তাম্মা

ফজিলত ঃ

এ দরূদ শরীফ পাঠ করলে গুনাহের কাফ্ফারা হয়, হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জন হয় এবং আখিরাতের উন্নতি হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ
مَّجِيْدٌ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ

দরূদে	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	মুত্তাকীন

ফজিলত ঃ

এ দরূদ শরীফ আমল করলে দুশ্চিন্তা-মসিবত দূর হয়, শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়া যায় এবং পাঠকারী মুত্তাকী হয়ে যায়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

ফজিলত ঃ

এ দরূদ শরীফ আমল করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আল-আসহাবের প্রতি মহব্বত লাভ হয় এবং দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَائِهَا - وَعَافِيَةِ
الْاَبْدَانِ وَشِفَائِهَا - وَقُوَّةِ الْاَرْوَاحِ وَغِذَائِهَا - وَنُوْرِ الْاَبْصَارِ وَضِيَائِهَا
وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

ফজিলত ঃ

কোন বিপদ-আপদের আশঙ্কা হলে বা কোন বিপদে পতিত হলে এ দরূদ পাঠ করলে বিপদ-আপদ দূর হয় এবং শত্রুর শত্রুতা হতে মুক্তি পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক উপাধি হচ্ছে সাইফুল্লাহ্।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيْفِ اللّٰهِ الْقَاطِعِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

ফজিলত ঃ

কোন এলাকায় বসন্ত বা মহামারী দেখা দিলে ফজর এবং মাগরিবের নামাযের পরে দরূদে শিফা পাঠ করলে আল্লাহ্র ইচ্ছায় বসন্ত বা মহামারী রোগ দূর হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّدَوَاءٍ وَبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَّشِفَاءٍ ـ

শাফায়াত প্রাপ্তির দরূদ শরীফ

ফজিলত ঃ

হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন− "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্যে আমার শাফায়াত ওয়াজিব ও জরুরী হবে।"− তিরমিযী শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ

দরূদে মুকার্‌রম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ
مَنْ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يُصَلُّوْا عَلَيْهِ
وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى عَنْ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ وَصَلِّ
عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِى الصَّلٰوةُ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا
اَمَرْتَنَا بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ

দরূদে আকবর প্রথম অংশ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِىَّ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَجِيَّ اللّٰهِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْلَ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ عَرْشِ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ اخْتَارَهُ اللّٰهُ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَوَّلَ خَلْقِ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَحْسَنَ خَلْقِ اللّٰهِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بِهٖ هُدٰانَا اللّٰهُ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً مِّنَ اللّٰهِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَنَا عِنْدَ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ رُسُلِ اللّٰهِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَارَ خَلْقِ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللّٰهِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللّٰهِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ شَرَّفَهُ اللّٰهُ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ كَرَّمَهُ اللّٰهُ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ عَظَّمَهُ اللّٰهُ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ وَّقَاهُ اللّٰهُ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ حَمَاهُ اللّٰهُ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ كَفَاهُ اللّٰهُ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ زَيَّنَهُ اللّٰهُ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَدَّبَهُ اللّٰهُ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ كَلَّمَهُ اللّٰهُ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ عَرَّجَهُ اللّٰهُ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَرَّبَهُ اللّٰهُ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَدْنَاهُ اللّٰهُ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَعْلَاهُ اللّٰهُ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ وَّقَرَهُ اللّٰهُ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَهْبَطَ وَحْيِ اللّٰهِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا كَلِيْمَ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبْلَغَ رِسَالَةِ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَطْلِعَ اَنْوَارِ اللّٰهِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَخْزَنَ اَسْرَارِ اللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ الْاَنْبِيَاءِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَارَ الْاَصْفِيَاءِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْاُمَّةِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا كَاشِفَ الْغُمَّةِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَشْهَدَ كَمَالِ اللّٰهِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مِرْاٰةَ جَمَالِ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَرَاهُ اللّٰهُ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَغْنَاهُ اللّٰهُ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ رَفَعَ اللّٰهُ ذِكْرَهٗ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ كَلِمَةُ نُبُوَّتِهٖ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا زَكِيُّ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبْطَحِيُّ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَحْمَدُ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَامِدُ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُصْطَفٰى
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُرْتَضٰى	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُجْتَبٰى
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طٰهٰ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا يٰسٓ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الدَّعْوَةِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْعَرَبِيِّ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْمَدَنِيِّ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْمَكِّيِّ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْحَرَمِيِّ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْحِجَازِيِّ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْاُمِّيِّ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْحَفِيِّ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الرَّافِيِّ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْهَاشِمِيِّ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْقُرَشِيِّ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ التَّقِيِّ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ النَّقِيِّ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ النَّاقَةِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْقَنَاعَةِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الشَّفَاعَةِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْكَوْثَرِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْمِنْبَرِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ التَّاجِ
وَاللِّوَاءِ • اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ	الْخُلُقِ وَالْحَيَاءِ • اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا صَاحِبَ الصِّدْقِ وَالصَّفَاءِ • اَلصَّلٰوةُ	وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْمِعْرَاجِ وَالْقُرْبَةِ •
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ	الْمِحْرَابِ وَالْعِزَّةِ • اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا صَاحِبَ النُّبُوَّةِ • اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ	يَا صَاحِبَ الشَّرِيْعَةِ • اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ • اَلصَّلٰوةُ	وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ اللِّوَاءِ الْمَعْقُوْدِ •
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ السَّمٰوٰتِ	وَالْاَرْضِ • اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَرْوَجَ
السُّنَنِ وَالْفَرْضِ • اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ	يَا خَاتَمَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ • اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا مَظْهَرَ الشَّرِيْعَةِ وَالطَّرِيْقَةِ • اَلصَّلٰوةُ	وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَعْدِنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَعْرِفَةِ •
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَدْرَ التَّمَامِ •	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ ظَلَّلَهُ الْغَمَامُ •
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْاَنَامِ •	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مِصْبَاحَ الظَّلَامِ •
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَ الْاَيْتَامِ •	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ الْفُقَرَاءِ •
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُعِيْنَ الضُّعَفَاءِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَنِيْسَ الْغُرَبَاءِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الثَّقَلَيْنِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْكَوْنَيْنِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْحَرَمَيْنِ	اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْقِبْلَتَيْنِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ	وَالْحُسَيْنِ • اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ
الْاٰخِرِيْنَ • اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ	الْمُرْسَلِيْنَ • اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا مُحِبَّ الْمَسَاكِيْنِ • اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ	عَلَيْكَ يَا غِيَاثَ الْمِلَّةِ وَالدِّيْنِ • اَلصَّلٰوةُ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ • اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَّقِيْنَ • اَلصَّلٰوةُ
وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ • اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ •

দরূদে আকবর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দ্বিতীয় অংশ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّبِيِّيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْلِمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّقِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُجَاهِدِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُشْفِقِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْذِرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْفِقِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُخْلِصِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصْلِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّاهِدِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّائِبِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَائِفِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّابِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاكِعِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنِيْبِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْعَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَشِّرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقَرَّبِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُكْرَمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُلَبِّيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُلَهَّمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْسِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْشِدِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّعِظِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفْلِحِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَشْهُوْدِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْفِقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْبِلِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِدِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُخْبِتِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّامِتِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّامِعِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَاعِظِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُظَفَّرِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّاجِدِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالِمِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَافِظِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّالِحِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَرْزُوْقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الذَّاكِرِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الطَّاهِرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُطَهَّرِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَلِّغِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُشَفَّعِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤَلَّفِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤَدِّبِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصَدِّقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُوَحِّدِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقَدَّسِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُهَتَّدِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاتِحِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاضِلِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّالِكِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظَّالِمِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّابِقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّائِمِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّبَّانِيِّيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الطَّائِفِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَاكِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَاشِعِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَاضِعِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْجَائِعِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّافِعِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاغِبِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاجِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاجِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّءُوْفِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَارِّيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَاصِلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَافِقِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَارِثِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الدَّاعِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاٰمِرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاهِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاٰخِرِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاٰمِنِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاٰمِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَصْلَحِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَمْلَحِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَعْقَلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَعْدَلِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَفْضَلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَقْرَبِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَفْقَهِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَشْجَعِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَطْهَرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَزْهَدِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَصْدَقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَرْشَدِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَلْطَفِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَنْجَبِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَكْرَمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَشْرَفِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَصْفِيَاءِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوْلِيَاءِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعُلَمَاءِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفُقَهَاءِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفُصَحَاءِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُلَغَاءِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النُّصَحَاءِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخُطَبَاءِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصُّلَحَاءِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحُلَمَاءِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحُكَمَاءِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخُلَفَاءِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السُّعَدَاءِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشُّرَفَاءِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكُبَرَاءِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكُرَمَاءِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرُّحَمَاءِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْغُرَبَاءِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظُّرَفَاءِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النُّقَبَاءِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النُّجَبَاءِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاُخَلَّاءِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاُحِبَّاءِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسَبِّحِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُهَلِّلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحَقِّقِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّاكِرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّابِعِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاضِلِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفَضَّلِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَوَّامِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسَاكِيْنِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَانِتِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُخْبِرِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُخْبِتِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّائِحِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْسِطِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرِيْدِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُطِيْعِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقِيْمِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَانِعِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحِبِّيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقَرَّبِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَرْكِعِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَنْوَرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَحْمُوْدِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَخْلُوْقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصْطَفٰى	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْتَضٰى
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التِّهَامِيِّ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحِجَازِيِّ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقُرَيْشِيِّ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَرَمِيِّ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزَّكِيِّ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَاشِقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَعْشُوْقِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَائِزِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُعَلِّمِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَلِّمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّائِحِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاصِرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّافِعِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّادِقِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَصَدِّقِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّوَّابِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّافِعِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَسْمَعِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الذّٰكِرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّقِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاشِدِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوْرَعِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَظْهِرِيْنَ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ وُلْدِ اٰدَمَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ الْبَشِيْرِ وَالنَّذِيْرِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ الْمَكِّيِّ وَالْمَدَنِيِّ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ التَّقِيِّ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ خَاتَمِ	النَّبِيِّيْنَ ● اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

رَسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ • اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى	مُحَمَّدٍ نِ الْمُكَرَّمِ بِالرُّوْحِ وَالرَّيْحَانِ •
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نِ الْمُعْجِزِ	الْخُلُقِ عَنِ الْقُرْاٰنِ • اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
مُحَمَّدٍ نِ الْفَصِيْحِ الْكَلَامِ • اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى	مُحَمَّدٍ نِ الْفَقِيْهِ الْعَلَّامِ • اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
مُحَمَّدٍ نِ الشَّفِيْعِ مَالِكِ لِكُلِّ الْاَنَامِ •	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نِ الْبَدْرِ التَّمَامِ •
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نِ الْمُطَهَّرِ مِنَ الْاٰثَامِ •	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نِ الْمُبَشَّرِ بِالْمَقَامِ •
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نِ ذِى الشَّرْعِ	وَالْاَحْكَامِ • اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نِ ذِى
الْجُوْدِ وَالْاِكْرَامِ • اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ	ذِى الْعَفْوِ وَالْاِنْعَامِ • اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ الْكِرَامِ • اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى	مُحَمَّدٍ نِ ذِى الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ • اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰى مُحَمَّدٍ نِ ذِى الْقَلْبِ السَّلِيْمِ • اَللّٰهُمَّ	صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نِ ذِى الْوِرْدِ الْمُسْتَقِيْمِ •
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نِ ذِى الْعَطَاءِ الْجَسِيْمِ •	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نِ ذِى الْجَنَّةِ النَّعِيْمِ •
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نِ السَّيِّدِ الرَّءُوْفِ	الرَّحِيْمِ • اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نِ رَّسُوْلِ
الْمَلِكِ الْقَدِيْرِ • اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ	ذِى الْكَرَمِ الْعَمِيْمِ • اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
ذِى الْعِزَّةِ الْمَتِيْنِ • اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ	نِ السَّيِّدِ الْحَكِيْمِ الْكَرِيْمِ • اَللّٰهُمَّ اَعْطِنَا
الْمَرَامَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ	يَا ذَا الطَّوْلِ وَالْاِنْعَامِ •

দরূদে আকবর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তৃতীয় অংশ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ	اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ الْاَنْبِيَاءِ	اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَارَ الْاَصْفِيَاءِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ اللِّوَاءِ	اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ الْفُقَرَاءِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُعِيْنَ الضُّعَفَاءِ	اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَنِيْسَ الْغُرَبَاءِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ	اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحِبَّ الْمَسَاكِيْنِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ	اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْكَوْثَرِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْاَكْبَرِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا يَبْقٰى مِنَ
التَّحِيَّةِ شَيْءٌ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ	مَّا يَبْقٰى مِنَ الْبَرَكَاتِ شَيْءٌ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا يَبْقٰى مِنَ الصَّلٰوةِ شَيْءٌ *	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا يَبْقٰى مِنَ
التَّحَنُّنِ شَيْءٌ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ	اِذَا ذَكَرَهُ الْاَبْرَارُ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
مُحَمَّدٍ مَّا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ *	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ
بِعَدَدِ كُلِّ شَيْءٍ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ	صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَاَنْبِيَآئِهٖ وَرُسُلِهٖ
وَجَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ	وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَرَسُوْلِ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ	وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَعِتْرَتِهٖ
اَجْمَعِيْنَ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ	وَّجِبْرَآئِيْلَ وَمِيْكَآئِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ
وَعِزْرَآئِيْلَ وَمُنْكَرٍ وَّنَكِيْرٍ وَّعَلٰى حَمَلَةِ	الْعَرْشِ وَالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ وَسَلَّمَ
تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا * اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى	سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِىْ كُلِّ وَقْتٍ وَّاٰنٍ
وَّحَالٍ وَّزَمَانٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَاَضْعَافَ	ذٰلِكَ كُلِّهٖ بِاَضْعَافٍ لَّا يُحْصِيْهَا غَيْرُكَ
اِنَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى	مُحَمَّدٍ صَلٰوةً لَّا يَنْقَطِعُ مَدُّهَا وَلَا يَفْنٰى
عَدُّهَا صَلٰوةً تَشْحَنُ الْهَوَآءَ وَتَمْلَأُ	الْاَرْضَ وَالسَّمَآءَ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ حَتّٰى
تَرْضٰى بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *	

ফজিলত ঃ

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি পবিত্র জুম'আর রাতে ঘুমানোর আগে এ বরকতময় দরূদ শরীফটি পড়বেন আল্লাহ্পাক তাঁকে চারটি মূল্যবান জিনিস দান করবেন। সেগুলো হলো– ক) আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি, খ) রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সন্তুষ্টি, গ) বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ লাভ, ঘ) উভয় জগতে রিযিকের অভাবহীনতা।"

০১।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ اَقْوَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَفْعَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَحْوَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
০২।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ بَدْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَطْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَرَكَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَيْعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَرَكَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
০৩।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ تَوَلُّدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَتَعَبُّدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَتَهَجُّدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
০৪।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ ثَنَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَثَوَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَثَمَّاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
০৫।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ جَلَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجَمَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجَلِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجِهَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجَعْدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
০৬।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَحَسَنَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَحُرْمَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَحُلْيَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

০৭।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ خِلْقَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَخُلُقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَخُطْبَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَخَبَرَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
০৮।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ دِيْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَدِيَانَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَدَوْلَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَدَرَجَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَدُعَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
০৯।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ ذَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَذِكْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَذَوْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
১০।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَرَأْسِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَرِزْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَرَفِيْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَرِضَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
১১।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ زُهْدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَزِهَادَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَزَارِىْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَزِيْنَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
১২।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ سِيَادَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَعَادَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَنَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسِرِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
১৩।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ شَرْعِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَشَرَفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَشَوْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَشَادِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৪।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ صِدْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَوْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَلٰوةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَفَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
১৫।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ ضِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَضَمِيْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَضُحَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَضِعْفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
১৬।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ طَلْعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَطَهَارَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَطُهْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَطَرِيْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَطَوَافِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
১৭।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ ظَاهِرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَظُهْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَظِلِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَظُهُوْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَظُفْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
১৮।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ عِشْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَرَفَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعِلْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعُلُوِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِيْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
১৯।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ غُرْبَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَغَارِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَغُرِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَغَيْرَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَغَنِيْمَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
২০।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ قَبْضِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَفَقْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَفِرَاقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَفَضْلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَفَضِيْلَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২১ ।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ قُلْبِّى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَقَدْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَقِنَاعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَقُوَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
২২ ।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ كَلَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَكَشْفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَكُوْشِشِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَكِتَابَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَكُنِيَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
২৩ ।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ لَيْلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَلِقَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَلِيَاقَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
২৪ ।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ مُجَاهَدَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَمُشَاهَدَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَمُلَاحَظِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَمَسَاحَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
২৫ ।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ نَازِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَنَمَازِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَنَصِيْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَنَقِيْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
২৬ ।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ وُرُوْدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَوَفَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَوُجُوْدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَوَدِيْعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
২৭ ।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ هِمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَهِدَايَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَهَدْيَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
২৮ ।	يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ يَارِىْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَيْكَانَّكِيّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ফজিলত ঃ

যে ব্যক্তি বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেমের আধিক্যসহ এ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করবেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেমের পূর্ণতা লাভ করবেন।

০১।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ
০২।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى شَفِيْعِ الْاُمَّةِ
০৩।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى كَاشِفِ الْغُمَّةِ
০৪।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُجْلِى الظُّلْمَةِ
০৫।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَوْلَى النِّعْمَةِ
০৬।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُؤْتِى الرَّحْمَةِ
০৭।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ
০৮।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ
০৯।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ اللِّوَاءِ الْمَعْقُوْدِ
১০।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْمَكَانِ الْمَشْهُوْدِ
১১।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَوْصُوْفِ بِالْكَرَمِ وَالْجُوْدِ
১২।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ هُوَ فِى السَّمَاءِ مَحْمُوْدٌ وَفِى الْاَرْضِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ

১৩।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الشَّامَةِ
১৪।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْعَلَامَةِ
১৫।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَوْصُوْفِ بِالْكَرَامَةِ
১৬।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَخْصُوْصِ بِالزَّعَامَةِ
১৭।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ كَانَ تَظُلُّهُ الْغَمَامَةُ
১৮।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ كَانَ يَرٰى مَنْ خَلْفَهٗ كَمَا يَرٰى مَنْ اَمَامَهٗ
১৯।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيْعِ الْمُشَفَّعِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
২০।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْضَرَاعَةِ
২১।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ
২২।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ
২৩।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْفَضِيْلَةِ
২৪।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ
২৫।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْهِرَاوَةِ
২৬।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ النَّعْلَيْنِ
২৭।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْحُجَّةِ
২৮।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْبُرْهَانِ

২৯।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ السُّلْطَانِ
৩০।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ التَّاجِ
৩১।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ
৩২।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْقَضِيْبِ
৩৩।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رَاكِبِ النَّجِيْبِ
৩৪।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رَاكِبِ الْبُرَاقِ
৩৫।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُخْتَرِقِ السَّبْعِ الطِّبَاقِ
৩৬।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيْعِ فِى جَمِيْعِ الْاَنَامِ
৩৭।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مِنْ سَبَّحَ فِىْ كَفِّهِ الطَّعَامِ
৩৮।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ بَكَى اِلَيْهِ الْجِذْعِ وَحَنَّ لِفِرَاقِهِ
৩৯।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ طَيْرُ الْفَلَاةِ
৪০।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ سَبَّحَتْ فِىْ كَفِّهِ الْحَصَاةُ
৪১।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ تَشَفَّعَ اِلَيْهِ الظَّبْىُ بِاَفْصَحِ كَلَامٍ
৪২।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ كَلَّمَهُ الضَّبُّ فِىْ مَجْلِسِهِ مَعَ اَصْحَابِهِ الْاَعْلَامُ
৪৩।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ

৪৪ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ
৪৫ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ شَكٰى اِلَيْهِ الْبَعِيْرِ
৪৬ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ تَفَجَّرَ مَنْ بَيْنَ اَصَابِعِهِ الْمَاءُ النَّمِيْرَ
৪৭ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ
৪৮ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نُوْرِ الْاَنْوَارِ
৪৯ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنِ الشَّقَّ لَهُ الْقَمَرُ
৫০ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ
৫১ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّسُوْلِ الْمُقَرَّبِ
৫২ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْفَجْرِ السَّاطِعِ
৫৩ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّجْمِ الثَّاقِبِ
৫৪ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى
৫৫ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نَذِيْرِ اَهْلِ الْاَرْضِ
৫৬ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيْعِ يَوْمَ الْعَرْضِ
৫৭ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى السَّاقِيْ لِلنَّاسِ مِنَ الْحَوْضِ
৫৮ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْوَاءِ الْحَمْدِ
৫৯ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُشَمَّرِ عَنْ سَاعَدِ الْجِدِّ

৬০ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُسْتَعْمِلِ فِىْ مَرْضَاتِكَ غَايَةَ الْجُهْدِ
৬১ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْخَاتِمِ
৬২ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّسُوْلِ الْخَاتِمِ
৬৩ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُصْطَفَى الْقَائِمِ
৬৪ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْاٰيَاتِ
৬৫ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الدَّلَالَاتِ
৬৬ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْاِشَارَاتِ
৬৭ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْكَرَامَاتِ
৬৮ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْعَلَامَاتِ
৬৯ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْبَيِّنَاتِ
৭০ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ
৭১ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْخَوَارِقِ الْعَادَاتِ
৭২ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ الْاَحْجَارُ
৭৩ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ سَجَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ الْاَشْجَارُ
৭৪ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ تَفَتَّقَتْ مِنْ نُوْرِهِ الْاَزْهَارُ
৭৫ ।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ طَابَتْ بِبَرَكَتِهِ الثِّمَارُ

৭৬।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ اَخْضَرَّتْ مِنْ بَقِيَّةِ وَضُوْئِهِ الْاَشْجَارُ
৭৭।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ فَاضَتْ مِنْ نُوْرِهٖ جَمِيْعُ الْاَنْوَارِ
৭৮।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ تَحُطُّ الْاَوْزَارُ
৭৯।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ تُنَالُ مَنَازِلَ الْاَبْرَارِ
৮০।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ يَرْحَمُ الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ
৮১।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ تَنْعَمُ فِىْ هٰذِهِ الدَّارِ وَفِىْ تِلْكَ الدَّارِ
৮২।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ تُنَالُ رَحْمَةُ الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ
৮৩।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَنْصُوْرِ الْمُؤَيَّدِ
৮৪।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ الْمُمَجَّدِ
৮৫।	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبَدًا اَبَدًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا

যিয়ারত লাভের আমল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হযরত বড় পীর সাহেব (রহঃ) "গুনিয়াতুত্তালেবীন" কিতাবে লিখেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি জুম'আর রাতে দুই রাকআত নফল নামায এ নিয়মে পড়ে যে, প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী এক বার ও সূরা ইখ্লাস পনের বার এবং নামায শেষ করে নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ এক হাজার বার পড়বে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমাকে স্বপ্নে দেখতে পাবে; যদি প্রথম রাত্রে না দেখে তবে পরবর্তী রাত্রিসমূহেও উক্তরূপ আমল করতে থাকবে তা হলে দ্বিতীয় শুক্রবার আসার পূর্বেই আমাকে দেখবে ও তার পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে।" দরূদ শরীফটি নিম্নরূপ–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ۝

এরপর 'ইয়া নূরু' এ পবিত্র নাম এক হাজার বার পড়ে মুনাজাত করবেন ও স্বীয় মকসুদ প্রার্থনা করবেন। তারপর উত্তর শিয়রে ডান কাতে শোয়ে 'ইয়া নূরু' পড়তে পড়তে নিদ্রা যাবেন।

২। শায়খ হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ) লিখেছেন– "জুমআ'র রাত্রিতে দু'রাকআত নফল নামায পড়বেন। প্রতি রাকআতে এগার বার আয়াতুল কুরসী ও এগার বার সূরা ইখলাছ (কুল হুওয়াল্লাহ্) পড়বেন। সালামের পর একশত বার নিম্নোক্ত দরূদ পাঠ করবেন। ইনশাআল্লাহ্ তিনটি জুম'আ অতিবাহিত হওয়ার আগেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত নসিব হবে।"– তরগীবাতুস সাদাত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلِّمْ

৩। দরূদে তাজ (দেখুন- ৬৫ পৃষ্ঠা) আমল করলে প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত নসিব হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইস্‌ম ও খতম

ফজিলত ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– 'ওয়া লিল্লাহিল আসমাউল হুসনা ফাদউ'হু বিহা' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বহু পবিত্র নাম রয়েছে, তোমরা তাকে সে সমস্ত নামে স্মরণ করো। এতে বুঝা যায়, আল্লাহ্‌র পবিত্র নামসমূহের অযিফা পাঠে বিশেষ ফজিলত ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে, যার দ্বারা দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি ও বরকত লাভ হয় এবং দুঃখ-বেদনা ও রোগ-শোক দূরীভূত হয়।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْجَبَّارِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الرَّءُوْفِ الرَّحِيْمِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِنِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الرَّحْمٰنِ الدَّيَّانِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْوَكِيْلِ الْكَفِيْلِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَلِيْمِ الْكَرِيْمِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْقَائِمِ الدَّائِمِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الرَّقِيْبِ الْحَفِيْظِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَفِيْظِ الْمُعِيْنِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَقِّ الْوَلِيِّ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْمُحْيِ الْمُمِيْتِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الْمَعْبُوْدِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْقَدِيْمِ الْاٰخِرِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَكِيْمِ الْعَلِيْمِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْغَنِيِّ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْمُنْعِمِ الْمُنْتَقِمِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْمُحْصِي الْمُبْدِئِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَكِيْمِ الرَّشِيْدِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الرَّازِقِ الْعِبَادِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْغَفُوْرِ الرَّحِيْمِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَلِيْمِ الْكَرِيْمِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْقَاضِي الْحَاجَاتِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْبُرْهَانِ السُّلْطَانِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْغَفَّارِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْجَبَّارِ الْقَهَّارِ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ اللَّطِيْفِ الْخَبِيْرِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْمَاجِدِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْقَادِرِ الْمُقْتَدِرِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الشَّكُوْرِ الْوَدُوْدِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الشَّكُوْرِ الْحَمِيْدِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الْبَارِئِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْوَلِيِّ الْوَفِيِّ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْكَبِيْرِ الْمُتَعَالِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْقَادِرِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَسِيْبِ الشَّهِيْدِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَكِيْمِ الْوَاسِعِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْوَدُوْدِ الْحَمِيْدِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الرَّقِيْبِ الْمُجِيْبِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْمَجِيْدِ الشَّهِيْدِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْاَوَّلِ الْقَدِيْمِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ عَالِمِ الْغَيْبِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْقَادِرِ السَّتَّارِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْعَلَّامِ السَّلَامِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ النَّصِيْرِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ قَرِيْبِ الْحَسَنَاتِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ وَلِيِّ الْحَسَنَاتِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الصَّبُوْرِ السَّتَّارِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْعَلَّامِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الشَّافِى الْكَافِىْ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْعَظِيْمِ الْبَاقِىْ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الْاَحَدِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ خَالِقِ الْمَخْلُوْقَاتِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْفَتَّاحِ الْعَلِيْمِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّوْرِ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْفَاضِلِ الشَّكُوْرِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْقَدِيْرِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ ذِى الْجَلَالِ الْمُبِيْنِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْخَالِصِ الْمُخْلِصِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ صَادِقِ الْوَعْدِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ ذِى الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْقَوِىِّ الْعَزِيْزِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْغُفْرَانِ الْمُسْتَعَانِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الرَّحِيْمِ الْغَفَّارِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ ذِى الْغُفْرَانِ الْحَلِيْمِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْبَارِىِ الْمُصَوِّرِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْقُدُّوْسِ السُّبُّوْحِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ ذِى الْآلَاءِ وَالنَّعْمَاءِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَقْصُوْدِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اٰدَمُ صَفِىُّ اللّٰهِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ نُوْحٌ نَّجِىُّ اللّٰهِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِسْمٰعِيْلُ ذَبِيْحُ اللّٰهِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُوْسٰى كَلِيْمُ اللّٰهِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَاوٗدُ خَلِيْفَةُ اللّٰهِ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عِيْسٰى رُوْحُ اللّٰهِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ	وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ	اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝
وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝	

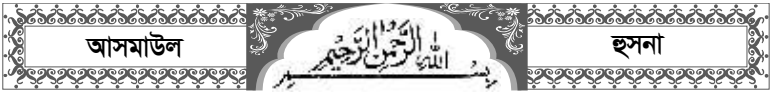

ফজিলত ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এসব নামে যিক্র করে আল্লাহ্ তাঁর রহমতে ঐ ব্যক্তিকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।"

هُوَ اللهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ
الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِیْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِیْعُ
الْبَصِیْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ الْحَلِیْمُ الْعَظِیْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِیُّ
الْكَبِیْرُ الْحَفِیْظُ الْمُقِیْتُ الْحَسِیْبُ الْجَلِیْلُ الْكَرِیْمُ الرَّقِیْبُ الْمُجِیْبُ الْوَاسِعُ
الْحَكِیْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِیْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِیْدُ الْحَقُّ الْوَكِیْلُ الْقَوِیُّ الْمَتِیْنُ الْوَلِیُّ
الْحَمِیْدُ الْمُحْصِیْ الْمُبْدِئُ الْمُعِیْدُ الْمُحْیِیْ الْمُمِیْتُ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ
الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ
الْوَالِیْ الْمُتَعَالِیْ الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو
الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ الرَّبُّ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِیُّ الْمُغْنِیْ الْمَانِعُ الضَّآرُّ النَّافِعُ النُّوْرُ
الْهَادِیْ الْبَدِیْعُ الْبَاقِیْ الْوَارِثُ الرَّشِیْدُ الصَّبُوْرُ

ফজিলত ঃ

হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিভিন্ন সিফাতী নাম উল্লেখ করে তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা সকল আশেক উম্মত ও আউলিয়ায়ে কিরামের দৈনন্দিন জীবনের একটি বিশেষ আমল।

مُحَمَّدٌ اَحْمَدُ حَامِدٌ مَّحْمُوْدٌ قَاسِمٌ عَاقِبٌ	فَاتِحٌ خَاتِمٌ حَاشِرٌ مَّاحٍ دَاعٍ سِرَاجٌ رَّشِيْدٌ
مُنِيْرٌ بَشِيْرٌ نَّذِيْرٌ هَادٍ مَّهْدِيٌّ رَّسُوْلٌ نَّبِيٌّ	طٰهٰ يٰسٓ مُزَّمِّلٌ مُّدَّثِّرٌ شَفِيْعٌ خَلِيْلٌ
كَلِيْمٌ حَبِيْبٌ مُّصْطَفٰى مُّرْتَضٰى مُّجْتَبٰى	مُّخْتَارٌ نَّاصِرٌ مَّنْصُوْرٌ قَائِمٌ حَافِظٌ شَهِيْدٌ
عَادِلٌ حَكِيْمٌ نُوْرٌ حُجَّةٌ بُرْهَانٌ اَبْطَحِيٌّ	مُزَيِّنٌ مُّطِيْعٌ مُّذَكِّرٌ وَّاعِظٌ اَمِيْنٌ صَادِقٌ
مُّصَدِّقٌ نَّاطِقٌ صَاحِبُ مَكِّيٌّ مَّدَنِيٌّ عَرَبِيٌّ	هَاشِمِيٌّ تِهَامِيٌّ حِجَازِيٌّ نَّزَارِيٌّ
قُرَشِيٌّ مُّضَرِيٌّ اُمِّيٌّ عَزِيْزٌ حَرِيْصٌ	عَلَيْكُمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ تَتِمٌّ غَنِيٌّ جَوَادٌ
فَتَّاحٌ عَالِمٌ طَيِّبٌ طَاهِرٌ مُّطَهَّرٌ خَطِيْبٌ فَصِيْحٌ	سَيِّدٌ مُّنْتَقًى اِمَامٌ بَارٌّ شَافٍ مُّتَوَسِّطٌ سَابِقٌ
مُّتَصَدِّقٌ مُّهْتَدِيٌّ حَقٌّ مُّبِيْنٌ اَوَّلٌ اٰخِرٌ	ظَاهِرٌ بَاطِنٌ رَّحْمَةٌ مُّحَلِّلٌ مُّحَرِّمٌ اَمِيْرٌ نَّاهٍ
شَكُوْرٌ قَرِيْبٌ مُّنِيْبٌ مُّبَلِّغٌ طٰسٓ حٰمٓ	حَبِيْبٌ اَوَّلٌ ۝ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۝	

ইসমে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **আযম**

ফজিলত ঃ

মহান আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম নাম 'আল্লাহ্', একে 'ইসমে আযম' বলে। উল্লেখ আছে, নিম্নের কালাম শরীফের মধ্যে ইসমে আযম রয়েছে। এ ইসমে আযম পাঠ করে আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে যে বিষয় দু'আ করবেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা তা কবুল করেন। তার ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গল নসিব হবে। সবাই তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে ও তার মান-মর্যাদা, শান-শওকত বৃদ্ধি পাবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ	اِلَّآ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ	اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ
اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ	وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَيُّ

يَا قَيُّوْمُ اَسْئَلُكَ ۝ وَالْحَكَمُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۝ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ الٓمّٓ اللّٰهُ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝

আহাদ বِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ নামা

ফজিলত ঃ

যে ব্যক্তি আ'হাদনামা পড়বে ও নিজের সাথে রাখবে আল্লাহ্ তাকে রোগ মুক্ত রাখবেন এবং চীনা মাটির বর্তনে লিখে ধুয়ে পানি পান করলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ
اِنِّيْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا بِاَنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ
لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ فَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ فَاِنَّكَ
اِنْ تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ تُقَرِّبْنِيْ اِلَى الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِيْ مِنَ الْخَيْرِ وَاِنِّيْ لَآ اَتَّكِلُ
اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِّيْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّيْهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

চার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কালিমা

কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ্

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۝

কালিমায়ে শাহাদাৎ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝

কালিমায়ে তাওহীদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَاحِدًا لَّا ثَانِيَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ
رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

কালিমায়ে তামজীদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِيَ اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ
الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ۝

খতমে খাযেগান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ফজিলত ঃ

১। এটা সকল প্রকার পীড়া, বালা-মসিবত প্রভৃতি দূর হওয়ার জন্য ফলপ্রসূ।

২। যে কোন মকসুদ পূর্ণ হওয়ার জন্য ৫, ৭, ৯ জনে বসে এক বৈঠকে এ খতম পড়ে মুনাজাত করবেন।

নং	খত্মে খাযেগান এর দু'আ	পাঠের নিয়ম
০১।	اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ	১১ বার
০২।	সূরা ফাতিহা	০৭ বার
০৩।	যে কোন দরূদ শরীফ	১০০ বার
০৪।	সূরায়ে ইনশিরাহ্ (আলাম্‌নাশরাহ্)	৭৯ বার
০৫।	সূরা ইখলাস্	১০০০ বার
০৬।	সূরা ফাতিহা (পুনরায়)	০৭ বার
০৭।	যে কোন দরূদ শরীফ	১০০ বার
০৮।	فَسَهِّلْ يَا اِلٰهِيْ كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا الْاَبْرَارِ سَهِّلْ	১০০ বার
০৯।	سَهِّلْ بِفَضْلِكَ يَا عَزِيْزُ	১০০ বার
১০।	يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ	১০০ বার

১১।	يَاكَافِيَ الْمُهِمَّاتِ	১০০ বার
১২।	يَادَافِعَ الْبَلَيَاتِ	১০০ বার
১৩।	يَامُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ	১০০ বার
১৪।	يَارَافِعَ الدَّرَجَاتِ	১০০ বার
১৫।	يَاغَوْثُ اَغِثْنِيْ وَاَمْدِدْنِيْ	১০০ বার
১৬।	رَبِّ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ	১০০ বার
১৭।	رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ	১০০ বার
১৮।	يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ	১০০ বার
১৯।	فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ	১০০ বার
২০।	اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (২:১৫৬)	১০০ বার
২১।	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ	১০০ বার
	فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ	১ বার
২২।	يَاشَافِيَ الْاَمْرَاضِ	১০০ বার
২৩।	يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ	১০০ বার
২৪।	لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ	১০০ বার
২৫।	يَا لَطِيْفُ لَمْ يَزَلْ اُلْطُفْ بِنَا فِيْمَا نَزَلْ اَنْتَ الْقَوِيُّ لَمْ يَزَلْ اُلْطُفْ بِنَا فِيْ مَا نَزَلْ	১০০ বার
২৬।	দরূদ শরীফ	১০০ বার
২৭।	মুনাজাত	

খতমে ইউনুস (আঃ)

ফজিলত ঃ রোগমুক্তি, পাপমুক্তি, কারা জীবন থেকে মুক্তি লাভ ও যেকোন অত্যাচার হতে মুক্তি লাভের জন্য এ খতম পাঠ করলে ফলপ্রসূ হয়।

নিয়ম ঃ

ক) ৩, ৭, ২১ বা ৪১ দিনে নীচের ১ নং দু'আটি এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করতে হবে।

খ) খতম শুরু করার আগে ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে নিতে হবে।

গ) ১০০ বার ১নং দু'আটি পাঠ শেষ হতেই ২ নং দু'আটি একবার পাঠ করবেন।

১ নং দু'আ ঃ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

"লা-ইলাহা ইল্লা-আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনায্ যোয়ালিমীন।"

২ নং দু'আ ঃ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ

"ফাসতাজাব্ না-লাহু ওয়া নাজ্জাইনাহু মিনাল্ গাম্মি ওয়া কাযালিকা নুনজিল্ মু'মিনীল।"

খতমে তাহলিল বা শিফা

ফজিলত ঃ

দুরারোগ্য ব্যাধি, মামলা-মোকদ্দমার ফ্যাসাদ ও দুর্দমন দুশমনের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় এ খতম পড়া অতীব ফলপ্রসূ। "এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার এ কালিমাটি পাঠ করে মৃত ব্যক্তির রূহের উপর বখ্‌শে দিলে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার জীবনের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে বেহেশতবাসী করে দিবেন।" প্রতি ১০০ বার অন্তর-অন্তর মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করতে হয়।

"লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু" অর্থাৎ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই" لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

ফজিলত ঃ

এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার 'বিসমিল্লাহ্' পাঠ করলে সকল প্রকার কঠিন মতলব শীঘ্রই পূর্ণ হয়, কঠিন ব্যাধি আরোগ্য ও কঠিন বিপদ হতে মুক্তি লাভ হয়। এই তদবীরকেই খতমে 'তাসমিয়াহ্' বলা হয়। এটা পরীক্ষিত।

"আল্লাহ্র নামে" بِسْمِ اللّٰهِ

ফজিলত ঃ

'তরীকতের উত্তম অযিফা' কিতাবে উল্লেখ আছে, একদা হযরত খিজির (আঃ) হযরত ইব্রাহীম তামিমী (রঃ)-কে দেখা দিয়ে বললেন– 'মুশাব্বিয়াতে আশারা' সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে আমল করলে উম্মতে মুহাম্মাদী শত্রু ও বালা-মসিবত হতে হিফাযতে থাকবে। এটা তাদের জন্য একটি উপহার। 'মুশাব্বিয়াতে আশারা' হলো–

১) সুরাতুল ফাতিহা - ৭ বার।

২) সুরাতুল কাফিরূন- ৭ বার।

৩) সুরাতুল ইখলাস- ৭ বার।

৪) সুরাতুল ফালাক্ব- ৭ বার।

৫) সুরাতুন নাস- ৭ বার।

৬) আয়াতুল কুরসী- ৭ বার।

৭) দরূদ শরীফ- ৭ বার।

আল্লাহুম্মা সাল্লিয়ালা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদীন ওয়ালা আলী সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদীন, কামা তুহিব্বু ওয়া তারদ্বা, আদাদা মা তুহিব্বু ওয়া তারদ্বা। (অথবা যে কোন দরূদ শরীফ)।

৮) আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালি দাইয়া ওয়াল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত ।- ৭ বার ।

৯) সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইয়্যিল আযিম ।- ৭ বার ।

১০) আল্লাহুম্মাফ আল্‌বি ওয়া বিহিম আযিলান ওয়া আযিলান ফীদ্বীনে ওয়াদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি মা আনতা লাহু আহলুন ওয়ালা তাফ আল বিনা ইয়া মাওলানা মা নাহনু লাহু আহলুন ইন্নাকা গফুরুন, হালীমুন, জাওয়াদুন, কারীমুন, মালিকুম, বার রউফুর রহীম ।- ৭ বার ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় দু'আ

০১।	**হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'আ**	
	ক)	رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا ۔
	খ)	رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ۔
	গ)	رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۔
	ঘ)	رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ ۔
	ঙ)	رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۔
০২।	**হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাত্রিকালীন দু'আ**	
	ক)	اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىَ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَامَلْجَاَ، وَلَامَنْجَا، مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ ۔ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ بِالْحَقِّ ۔

	খ)	اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ
০৩।	রাত্রিকালীন দু'আ	
	اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ ـ	
০৪।	রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের সমস্ত দু'আ একটি দু'আর মধ্যে সন্নিবেশিত	
	اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَاِلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ	
০৫।	হযরত আদম (আঃ) এর দু'আ	
	قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ـ	
০৬।	হযরত মূসা (আঃ) এর দু'আ	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ـ
০৭।	হযরত ঈসা (আঃ) এর দু'আ	
	اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّىْ اَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا اٰيَةً مِّنْكَ ـ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ـ	
০৮।	মসজিদে প্রবেশের দু'আ	
	بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ	
০৯।	মসজিদ হতে বের হওয়ার দু'আ	
	بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ	

১০।	**মসজিদে বসে পড়ার, ইজ্জত বৃদ্ধির ও দুনিয়ার কল্যাণ লাভের জন্য দু'আ**
	سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
১১।	**আযানে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠের দু'আ (বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন)**
	আযানে কালিমায়ে শাহাদাতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম শুনে প্রথম বারে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' দ্বিতীয় বারে 'কুররাতু আইনীম বিক ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরপর বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করতঃ চোখে লাগাবেন এবং পাঠ করবেন– 'আল্লাহুম্মা মাত্তেনী বিস্ সাময়ে ওয়াল বাসরে'।
১২।	**আযান শেষে পাঠ করার দু'আ**
	"আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারিকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। রাদিতু বিল্লাহি রাব্বাও ওয়া বিল্ ইসলামে দীনাও ওয়া বি-মুহাম্মাদির রসূলান্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত্ তাম্মাতে ওয়াস্সালাতিল্ কায়িমাতে, আতি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাজিলাতা ওয়াব্ আস্সু মাকামাম্মাহ্মুদা নিল্লাযি ওয়াদতাহু। ইন্নাকা লাতুখ্লিফুল মিয়াদ।"
১৩।	**ওয়াজ বা বক্তব্য প্রদানের পূর্বের দু'আ**
	"রব্বিশ্ রাহ্লি সদ্রি ওয়া ইয়াস্ সিরলি আমরি ওয়াহ্লুল ওক্বদাতাম্ মিল্লিসানি ইয়াফক্বাহু ক্বাওল।"– কুরআন (২০ঃ২৫-২৮)
১৪।	**বিবাহ-সাদী, ঘর-বাড়ী নির্মাণের সময় দু'আ**
	"রব্বি আদ্খিলনি মুদখলা ছিদ্ক্বীও ওয়া আখরিযনি মুখরাজা সিদ্ক্বীও ওয়াযআ'ল লি মিল্লাদুনকা সুলতনান্ নাসিরা।"– কুরআন (১৭ঃ৮০)
১৫।	**ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ** بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ .
	"বিছমিল্লাহি তাওয়াক্কাল্তু আ'লাল্ লাহি লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্।"
১৬।	**যানবাহনে আরোহণের দু'আ (জল পথে)**
	بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ

১৭।	**যানবাহনে আরোহণের দু'আ (স্থল ও আকাশ পথে)**
	سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝
১৮।	**যান বাহন হতে অবতরণকালে দু'আ**
	"রব্বি আনজিলনী মুন্‌জলাম্‌ মুবারাকাও ওয়া আনতা খাইরুল মুনজিলীন।"– কুরআন (২৩ঃ২৯)
১৯।	**সফরে ভাল থাকার আমল**
	যখন কোন জায়গায় সফরে যাবে, সেখানে অবস্থান করে বিসমিল্লাহ্‌'র সাথে নিম্নের সূরা ৫টি পাঠ করবেন– ১। কূল ইয়া আইয়্যুহাল কা-ফিরূন, ২) ইযা জা-আ নাসরুল্লাহ্‌, ৩) কূল হুওয়াল্লাহু আহাদ, ৪) কূল আঊযু বিরব্বিল ফালাক্ব ও ৫) কূল আঊযু বিরব্বিন্‌ নাস।
২০।	**হাটে-বাজারে গিয়ে পাঠ করার দু'আ**
	"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারিকা লাহু লাহুল্‌ মুলকু ওয়া লাহুল্‌ হামদু ইউহ্‌ই ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া ইয়াইয়ুল্লা ইয়ামুতু বিইয়াদিহিল খয়রু ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শায়ইন ক্বাদির।"
২১।	**ঘুমানোর সময় দু'আ** اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى
২২।	**ঘুম থেকে উঠার পর দু'আ**
	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ
২৩।	**ঘুম থেকে নির্দিষ্ট সময়ে উঠার আমল** (৩ বার পাঠ করবেন)
	إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ۝ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝ কুরআন (১৮ঃ১০৭-১১০)

২৪।	**আয়না দেখার সময় দু'আ**
	"আল্লাহুম্মা আনতা হাস্‌সান্‌তা খলক্বী ফাহাস্‌সিন খুলুক্বী।"
২৫।	**কোন ভাল জিনিস দেখলে পড়ার দু'আ**
	"মা-শা আল্লাহু, লাক্বওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্।"
২৬।	**নতুন কাপড় পরিধানের সময় দু'আ**
	"আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি কাসানী হাযা ওয়া রাজাকানিহি মিন গাইরে হাওলিম্মিন্নী ওয়ালা কুইয়াতিন।"
২৭।	**পায়খানায় প্রবেশের সময় দু'আ**
	اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
২৮।	**পায়খানা থেকে বের হয়ে দু'আ**
	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیْ الْاَذٰی وَعَافَانِیْ
২৯।	**আহারের প্রারম্ভে দু'আ** بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰی بَرَكَةِ اللّٰهِ
	"বিছমিল্লাহিল্লাযি লাইয়াদোর রো মায়া ইসমিহি শাইয়োন্ ফিল আর্‌দি ওয়ালা ফিস্‌সমায়ি ওয়া হুয়াস্‌সামিউল আলিম।"
৩০।	**খাওয়ার সময় মাঝে মাঝে পড়ার দু'আ–** "লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ্ শোক্‌র"
৩১।	**খাদ্য সামগ্রীতে বরকতের জন্য দু'আ**
	"হাইয়া আলাত্তহুরিল মুবারাকি ওয়াল বারাকাতি মিনাল্লাহে, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালোকাল্ বারাকাতা ফি হাযাত্তোয়ামি।" এরপর খাদ্যের পাত্রটি ঢেকে রেখে এক কিনারা হতে খাদ্য নিয়ে লোককে পরিবেশন করবেন।
৩২।	**আহারের শেষে দু'আ**
	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ
৩৩।	**খাওয়ার পর সকল গুনাহ্ মাফের দু'আ**
	"আলহামুদ লিল্লাহিল্লাযি আতয়ামানা ওয়া সাকানা ওয়া জায়ালানা মিনাল মোসলিমিন বিগাইরে হাওলিউ ওয়ালা কুইয়াতিম্মিন্নী।"– তিরমিযী শরীফ

৩৪ ।	**দাওয়াত খেয়ে পড়ার দু'আ**
	"আল্লাহুম্মা আতয়িম হুম মান আতয়ামানী ওয়াস্‌কিহুম মান সাকানী ওয়াগ্‌ফিরলাহুম ওয়ার হাম্‌হুম ওয়া বারিকলাহুম ফিমা রাজাক্‌তাহুম।"
৩৫ ।	**কোন কাজ করার ইচ্ছা করলে দু'আ-** "ইন্‌শা-আল্লাহ্‌"
৩৬ ।	**হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার দু'আ-** إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ
৩৭ ।	**বেকার অবস্থায় পড়ার দু'আ**
	"রব্বি ইন্নি লিমা আনজালতা ইলাইয়া মিন খয়রিন ফাকির।"
৩৮ ।	**প্রবাসে নিরাপদ থাকার দু'আ**
	رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا
৩৯ ।	**বিপদাপদের সময় দু'আ-০১**
	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ
৪০ ।	**বিপদের সময় পড়ার জন্য দু'আ-০২**
	إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاَخْلِفْنِيْ خَيْرًا مِّنْهَا .
৪১ ।	**শোক অথবা দুঃখের সময় দু'আ-** اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ
৪২ ।	**চিন্তা বা অস্থিরতার সময় দু'আ**
	يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ : أَسْتَغِيْثُ
৪৩ ।	**বালা-মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য দু'আ**
	بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

৪৪।	**কোন কঠিন কাজ হলে দু'আ** اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لَنَا اُمُوْرَنَا
৪৫।	**ধৈর্য ধারণের জন্য দু'আ-** رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ
৪৬।	**আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা ও কঠিন কাজ সহজ হওয়ার জন্য দু'আ**
	اُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ
৪৭।	**রোগী দেখতে গেলে রোগীর জন্য দু'আ**
	اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَائُكَ شِفَاءً لَّايُغَادِرُ سُقْمًا .
৪৮।	**রোগ মুক্তির দু'আ-০১** اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا
৪৯।	**রোগ হতে আরোগ্য লাভের জন্য দু'আ-০২**
	اَسْئَلُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ
৫০।	**রোগ মুক্তি ও মকসুদ পূর্ণের দু'আ**
	يَا اَللّٰهُ الْمَحْمُوْدُ فِىْ كُلِّ فِعَالِهٖ يَا اَللّٰهُ শুক্রবার জুমার নামাযের পূর্বে অযু করে একা এক ঘরে কিবলামুখী বসে ২০০ বার পড়বেন। ইনশা-আল্লাহ্‌ রোগ আরোগ্য হবে ও মকসুদ পূর্ণ হবে।
৫১।	**বার্ধক্যজনিত কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য দু'আ**
	"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আরঝালিল উমুর।"
৫২।	**লাশ কবরে রাখার সময় দু'আ** بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ
৫৩।	**কবরের উপর মাটি দেয়ার সময় দু'আ**
	مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى .

৫৪ ।	কবর যিয়ারতের দু'আ
	اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُ لَنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ ۔
৫৫ ।	মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে বসে পড়ার দু'আ
	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
৫৬ ।	গুনাহ্ মাফের জন্য দু'আ
	اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ۔
৫৭ ।	তওবা কবুল হওয়ার দু'আ
	سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۔
৫৮ ।	ঈমানের সাথে মৃত্যুর জন্য দু'আ
	رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۔
৫৯ ।	সহজে রূহ কবজের জন্য দু'আ
	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
৬০ ।	বেহেশত লাভের দু'আ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ

৬১ ।	**জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দু'আ**
	رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۔
৬২ ।	**পরীক্ষায় পাশ করার জন্য দু'আ**
	يَا اِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ يَاخَيْرَ النَّاصِرِيْنَ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللّٰهُ خَيْرٌ الْحَافِظِيْنَ ۔ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْمَوْكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۔ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۔
৬৩ ।	**ইজ্জত রক্ষার জন্য দু'আ**
	اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ ۔ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ۔
৬৪ ।	**নেক আমলের দু'আ-১**
	رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۔
৬৫ ।	**নেক আমলের দু'আ-২**
	رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ۔ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۔ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَمًا ۔ اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۔
৬৬ ।	**দুঃস্বপ্ন দেখলে দু'আ** اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا

	খাইরুল্লানা ওয়া শাররুল লি আদাইনা, আল্লাহুম্মা ইন্নি আয়ুযুবিকা মিন্ শাররি হাযিহির্ রুয়্ইয়া ।
৬৭ ।	**ক্বদরের রাত্রে পড়ার দু'আ**
	اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ يَاغَفُوْرُ يَاغَفُوْرُ يَاغَفُوْرُ .
৬৮ ।	**রজব ও শাবান মাসে পড়ার দু'আ**
	اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَافِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ
৬৯ ।	**পেটের বেদনা হতে মুক্তির দু'আ**
	اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّمَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ
৭০ ।	**বদ নজর হতে রক্ষার দু'আ-** بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَظْهَرْ حَرُّهَا وَبَرْدُهَا
৭১ ।	**স্ত্রী-পুত্র ধার্মিক হওয়ার দু'আ**
	رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا .
৭২ ।	**মাথা ব্যথা দূর করার দু'আ**
	بِسْمِ اللّٰهِ الشَّافِىْ . بِسْمِ اللّٰهِ الْكَافِىْ . بِسْمِ اللّٰهِ الْمُعَافِىْ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَهَا . اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .
৭৩ ।	**ঈমান সঠিক রাখার দু'আ** يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ قَلْبِ عَلٰى دِيْنِكَ
৭৪ ।	**আল্লাহ্র নিকট সিরাতাল মুস্তাকীম পাওয়ার দু'আ**
	اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ . صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ .
৭৫ ।	**সালামের উত্তম শব্দাবলী**
	اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ وَمَغْفِرَتُهٗ

৭৬।	**সালামের জবাবের উত্তম শব্দাবলী**
	وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ وَمَغْفِرَتُهٗ
৭৭।	**কারো মাধ্যমে সালাম প্রেরণ করলে (উভয়ে পুরুষ হলে)**
	عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ
৭৮।	**কারো মাধ্যমে সালাম প্রেরণ করলে (উভয়ে মহিলা হলে)**
	عَلَيْكَ وَعَلَيْهَا السَّلَامُ
৭৯।	**মুসলমান ভাইয়ের সাথে মুসাফাহ'র (পরস্পর হাত মিলানোর) সময়ে দু'আ**
	"ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম"
৮০।	**মুসলমান ভাইয়ের সাথে কোলাকুলি'র সময়ে দু'আ**
	"আল্লাহুম্মা যিদ্ মহাব্বাতী খালিসাতাল্ লিল্লাহি ওয়া রসূলিহী"
৮১।	**চাকুরী লাভ ও সকল প্রকার মকসুদ পূর্ণ হওয়ার দু'আ**
	يَا بَدِيْعُ الْعَجَائِبِ يَا لَطِيْفُ يَا بَدِيْعُ ০
	এ দু'আটি প্রত্যহ ১২০০ বার ১২ দিন পাঠ করবেন এবং প্রত্যহ মকসুদ পূরণের জন্য দু'আ করবেন।
৮২।	**শত্রু দমনের দু'আ**
	يَا قَاهِرُ ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيْدِ اَنْتَ الَّذِيْ لَا يُطَاقُ انْتِقَامُهٗ يَا قَاهِرُ ০
৮৩।	**হাঁচি দেয়ার পর পাঠ করার দু'আ**
	হাঁচি আসলে "আলহামদুলিল্লাহ্" বলা সুন্নাত। যিনি দু'আ শুনবেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে "ইয়ারহামুকাল্লাহ্" বলবেন। জবাব শুনার পর হাঁচিদানকারী বলবেন– "ইয়াহ্দি কুমুল্লাহু ওয়া ইয়ুস্লিহ্ বালাকুম"
৮৪।	**সারা জীবন ধনী থাকার দু'আ**
	"ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম" প্রতিদিন ১০০শত বার পাঠ করা

৮৫।	**ঋণ পরিশোধ ও ধন-সম্পদ লাভের দু'আ**
	اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
৮৬।	**নতুন কাপড় পরিধান করার সময় পাঠ করার দু'আ**
	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَاقُوَّةٍ۔
৮৭।	**শিশু কথা বলা শুরু করলে–** সর্বপ্রথম "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" শিখাবেন।
৮৮।	শিশু কথা বলা শুরু করলে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত শিখাতেন–
	وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا
৮৯।	অর্থশালী, ঋণমুক্তি, দ্বীন-দুনিয়ার মঙ্গল ও সকল প্রকার মকসুদ পূরণের জন্য একাধারে ৪০ দিন ফযরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে একুশ বার নিম্নরূপে সূরা ফাতিহা পূর্ণ পাঠ করবেন।
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।
৯০।	বিতরের নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর 'অত্বীন', দ্বিতীয় রাকআতে 'তাকাসূর' এবং তৃতীয় রাকআতে 'ইখলাস' পাঠ করলে অকালে দাঁত পরে না।
৯১।	**কিয়ামতের দিন মুখ উজ্জ্বল হওয়ার দু'আ**
	নামাযের পর ১১ বার পাঠ করে হাতের আঙ্গুলে ফুঁক দিয়ে কপালে মর্দন করবেন। — اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ

অভাব মোচন ও আর্থিক সচ্ছলতার বিশেষ আমল-১

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আরয করলেন ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দুনিয়া আমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং আমাকে পরিত্যাগ করেছে। তিনি বলেন– সালাতে মালায়েকা (ফিরিশতাগণের দু'আ) এবং তাসবীহে খালায়েক– যার বদৌলতে ফিরিশতাগণকে রিযিক দান করা হয়, তোমার কাছ থেকে কোথায় গেল ? অতঃপর বললেন– সুবহে সাদিকের সময় এ দু'আটি ১০০ বার পাঠ করো। এর ফলে দুনিয়া তোমাকে হেয় ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধরা দিবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

অভাব মোচন ও আর্থিক সচ্ছলতার বিশেষ আমল-২

১। পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার।

২। ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানো।

৩। অযু থাকা সত্বেও প্রতি ওয়াক্তের নামাযে নতুন অযু করা।

৪। আযান হওয়ার পূর্বেই নামায পড়তে মসজিদে গমন করা।

৫। প্রতি পাঁচ ওয়াক্তিয়া নামাযের বাদে দশবার সূরা ক্বদর পাঠ করা।

৬। প্রতি শুক্রবার হাত পায়ের নখ কাটা, গোফ খাট করা, বগল ও নাভীর নীচের পশম পরিস্কার করা।

৭। খুব প্রত্যুষে নিদ্রা ত্যাগ করা।

৮। পরিবারের সকলে এক সঙ্গে আহার করতে বসা।

৯। আহার করার সময় বরতনে (খাবার থালায়) নিজের দিক হতে আহার করা।

১০। রাত্রে বিত্‌রের নামায আদায় করে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে দুনিয়াবী কথাবার্তা হতে বিরত থাকা।

১১। মসজিদে প্রবেশকালে প্রথম ডান পা এবং মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় বাম পা বাড়ানো।

১২। যমরদ পাথরের আংটি হাতে ব্যবহার করা।

খাবার খাওয়ার ফরজ ও ওয়াজিবের বিবরণ

[উদ্ধৃতি ঃ ইবাদত ও আমালিয়াত (সারমর্ম)]

খাওয়ার মধ্যে ফরজ ০৬ (ছয়) টি। যথা–

১। আল্লাহ্পাকের ইবাদত করার নিয়তে জীবন বাঁচানোর জন্য খাওয়া। – কুরআন (৫১ঃ৫৬)

২। হারাম না হালাল খাদ্য তা জেনে হালাল খাদ্য খাওয়া।– কুরআন (২০ঃ৮১)

৩। যে প্রকারের খাদ্যই হোক না কেন, তা সব্র ও সন্তুষ্টির সাথে খাওয়া।– কুরআন (৪৩ঃ৩২)

৪। খাওয়ার সময় আল্লাহ্পাকের করুণা উপলব্ধি করার জন্য চিন্তা করা।– কুরআন (৭ঃ৬৯)

৫। অতিরিক্ত না খাওয়া এবং খাদ্য দ্রব্য অপচয় না করা।– কুরআন (৭ঃ৩১)

৬। খাওয়ার পর বাক্যের দ্বারা ও কার্যের দ্বারা আল্লাহ্পাকের নিয়ামতের শোক্র করা।– কুরআন (২ঃ১৭২)

খাওয়ার মধ্যে ওয়াজিব ০১ (এক) টি। যথা– খাওয়ার সামগ্রী সামনে আনা হলে এর মহত্ব স্মরণ করে নিজকে এর অনুপযুক্ত মনে করা।

খাওয়ার বিষয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস–

১। وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ – رواه الترمذى

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "খানা খেয়ে শোক্র আদায়কারী সংযমী রোযাদারের ন্যায় (সওয়াবের অধিকারী হয়)।"– তিরমিযী শরীফ

২। وَعَنْ نُبَيْشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ فِىْ قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ – رواه احمد والترمذى وابن ماجة والدارمى

হযরত নোবায়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি পিয়ালাতে খায় এবং পরে তা চাটিয়া লয়, পাত্রটি তার জন্য মাগফিরাত (ক্ষমা) কামনা করে।"– মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী শরীফ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ

কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ)-এর হস্তলিপি
হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর
অনুসরণের জন্য একটি বাস্তব চিত্র

January 4 196১
পৌষ ২১

নিম্নলিখিত কাজগুলি, যাহা হুজুর(দঃ) সর্বদা করিতেন, তাহা করিলেই হুজুর(দঃ)-এর অনুকরণ করা হইবে:-

১। রিয়া ত্যাগ করিয়া সব কাজ আল্লাহ-সন্তোষের নিয়তে করিও, বাহাদুরী বা বড়মানুষী করার জন্য কোন কাজ করিও না।
২। সামান্য খাদ্যে তুষ্ট হইও; উদর পূর্ণ করিয়া কখন খাইও না।
৩। সামান্য শয্যায় উজুর সহিত ডান কাতে শয়ন করিও।
৪। পরিধান বস্ত্রের সংখ্যা কমাইয়া যাহা না হইলে চলে না তাহা ঠিক কর, এমন সংখ্যক বস্ত্র পরিধান করিও।
৫। প্রতি মাসে আইয়ামে বীজের ৩টি রোজা রাখিও।
৬। শেষ রাত্রে কমপক্ষে ২ রাকাত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িও।
৭। সর্বদা অজুর সাথে থাকিও।
৮। সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ রাখার জন্য পাছ-আনফাছ প্রক্রিয়া আমল করিবে।
৯। চলা ফিরার সময় নজর-বর কদম রাখিবে।
১০। অহংকার এবং গুজব ত্যাগ করিয়া বিনয়ী হইয়া সরল ও সাদাসিধে জীবন যাপন করিবে।
১১। গরীব দুঃখীর সহিত সদয় ব্যবহার করিবে এবং সাধ্যানুযায়ী তাহাদিগকে সাহায্য ও দান খয়রাত করিবে।
১২। দুনিয়ার সম্পদ হইতে বিচ্ছেদকারী মৃত্যু যে প্রতি মুহূর্তে নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে তাহা ভুলিও না।
১৩। তোমার সব নেয়ামত আল্লাহপাক হইতে পাইতেছ মনে করিয়া সর্বদা তাঁহাকে ভালবাসিবে ও কৃতজ্ঞ হইবে।
১৪। মরণকালে 'আল্লাহ বিনে বন্ধু কেহ নাই', ইহা সর্বদা মনে রাখিও ভাই।
১৫। যাহা তুমি অধিকারে রাখিয়াছ [illegible] উহা তোমার সম্পত্তি নহে; বরং যাহা তুমি আল্লাহর সন্তোষলাভের জন্য ব্যয় করিবে [illegible] প্রকৃত সম্পত্তি [illegible]

দিন-রাতের সুন্নাত আমল

দিনের সুন্নাত আমল ঃ

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠার পরে সুন্নাত আমল ঃ

১) ঘুম থেকে উঠে উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল ও চক্ষু ঘষে নিবেন, যাতে নিদ্রার আবেশ দূর হয়ে যায়।– তিরমিযী শরীফ

২) জাগ্রত হয়েই তিনবার আলহামদু লিল্লাহ্, তিন বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)' পাঠ করবেন।

৩) নিম্নোক্ত দু'আটিও পাঠ করা সুন্নাত–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

৪) এরপর মিসওয়াক করবেন।– আবূ দাউদ শরীফ

৫) এস্তেঞ্জার জন্যে পানির পাত্রে হাত ডুবাবেন না; বরং প্রথমে উভয় হাত তিনবার ধুয়ে নিবেন, এরপর পানির মধ্যে হাত ডুবাবেন।– তিরমিযী শরীফ

এরপর প্রস্রাব-পায়খানায় যাবেন। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল অথবা অযু করে কিংবা অসুস্থ হলে তায়াম্মুম করে নামায পড়বেন। এরপর মসজিদে আওয়াল ওয়াক্তে গিয়ে **জামাআতের সাথে ফরয নামায পড়বেন।**

ঘরের বাইরে যাওয়ার দু'আ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– তোমরা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দু'আ পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

এ দু'আ পাঠকারীকে ফিরিশতারা বলে– "হে আল্লাহ্র বান্দা, তোমার এ নিবেদন তোমার জন্যে যথেষ্ট। তুমি পূর্ণ হিদায়েত পেয়ে গেছ এবং তোমার হিফাযতের ফয়সালা হয়ে গেছে। অতঃপর শয়তান নিরাশ হয়ে তার কাছ থেকে দূরে চলে যায়।"– তিরমিযী ও আবূ দাউদ শরীফ

সকালের দু'আ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে, সে সারাদিনে যেসব পুণ্য কাজ করতে পারতো কিংবা করার নিয়ত ছিল, কিন্তু পারে

নাই, সেসব কাজেরও সওয়াব পাবে এবং যে সন্ধ্যায় পাঠ করে, সে সারা রাত্রির না করা পুণ্য কাজসমূহেরও সওয়াব পাবে।" আয়াত–

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِى الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ (কোরআন (৩০:১৭-১৯)

ইশরাক নামায ঃ ফজরের নামায শেষে সূর্যোদয়ের পর প্রায় তেইশ মিনিট সময় অতিক্রান্ত হলে দুই রাকআত ইশরাকের নামায পড়বেন। মাঝের সময়টুকুতে যিক্‌রে লিপ্ত থাকবেন। এ আমলে পূর্ণ এক হজ্জ ও এক উমরাহ্‌র সওয়াব পাওয়া যায় ও সকল সগীরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। ইশরাকের নামাযান্তে জীবিকা উপার্জনের কাজে বের হয়ে যাবেন। হালাল রুযী উপার্জন করবেন। এছাড়া অন্যান্য ফরয ও ওয়াজিব ইবাদত করবেন ও জীবনের সকল কর্মে সুন্নাত অনুসরণের প্রতি যত্নবান হবেন।

চাশতের নামায ঃ সূর্য যখন যথেষ্ট উঁচুতে উঠে পড়ে এবং তার কিরণ প্রখর হয়ে যায়, তখন চাশতের নামায আদায় করবেন। এ নামায চার থেকে বার রাকআত পর্যন্ত।– মুসলিম শরীফ। হাদীসে বর্ণিত আছে, চাশতের মাত্র চার রাকআত নামায পড়লে মানবদেহে যে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে, সবগুলোর সদকা আদায় হয়ে যায় এবং যাবতীয় সগীরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়।– মুসিলম শরীফ

যাওয়াল এর নামায ঃ

সূর্য হেলার পর যোহরের নামাযের পূর্ব মুহূর্তে এক সালামে চার রাকআত নামায পড়তে হয়। এ নামায পড়লে উক্ত নামাযীর সঙ্গে সত্তর হাজার ফিরিশতা নামায পড়বে এবং সারা রাত তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মাগফিরাত কামনা করবে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনদিন এ নামায পরিত্যাগ করেননি।– এহিয়াউল উলুমদ্দিন

দ্বিপ্রহরের নিদ্রা ঃ অবসর পাওয়া গেলে সুন্নাত অনুসরণের নিয়্যতে দুপুর বেলায় আহারের পর অল্পক্ষণ শুয়ে থাকবেন। হাদীসে একে 'কায়লুলা' বলা হয়েছে।

যোহরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পর সাংসারিক কাজ-কর্মে মশগুল হবেন এবং আসরের নামাযের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন।

আসরের সুন্নাত ঃ আসরের ফরয নামাযের পূর্বে সুন্নাত চার রাকআত নামায আদায় করবেন।–তিরমিযী শরীফ। আসরের ফরয নামাযের পর অল্পক্ষণ বসে যিক্‌র করবেন, এরপর মুনাজাত করবেন।– বেহেশতী যেওর

রাতের সুন্নাত আমল ঃ

আওয়াবীন ঃ মাগরীবের নামাযের পর দুই-দুই রাকআত করে কমপক্ষে ছয় রাকআত নামায পড়তে হয়। সর্বাধিক বিশ রাকআতও পড়া যায়।–আবূ দাঊদ ও মিশকাত শরীফ

ইশার নামায ঃ ইশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করবেন। ইশার ফরযের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত এবং ফরযের পরে দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্‌ পড়বেন।– মিশকাত শরীফ

তাহাজ্জুদের নামায ঃ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে শেষ রাত্রিতে তাহাজ্জুদের নামায। তাহাজ্জুদ কমপক্ষে দুই রাক'আত এবং বেশীর পক্ষে বার রাকআত।– বুখারী, মুয়াত্তা ইমাম মালেক

শেষ রাতে তাহাজ্জুদের সময় যার নিদ্রাভঙ্গ হয় না, সে চার রাক'আত নামায ইশার পরে তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়ে নিবেন। আল্লাহ্‌র দয়ায় এটাই তাহাজ্জুদ বলে গণ্য হবে।– তারগীব

তাহাজ্জুদের জন্যে জায়নামায শিয়রে রেখে, উঠার নিয়ত করে ঘুমানো সুন্নাত।– নাসাঈ শরীফ

অযুর পানি ও মিসওয়াক পূর্বে তৈরী করে রেখে নিদ্রা যাওয়া সুন্নাত।– মুসলিম শরীফ

বিত্‌রের পরে দুই রাক'আত নফল পড়া উত্তম।

ঘরে আসা-যাওয়ার সুন্নাত ঃ ঘরের লোকজনকে সালাম করবেন এবং এ দু'আ পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ
خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

ঘরে কেউ না থাকলে এভাবে সালাম করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ

ফিরিশতাদেরকে সালাম করবেন, একমাত্র স্ত্রী-ই যদি ঘরে থাকে, তাকেই সালাম করবেন। এটা সুন্নাত।–আবূ দাঊদ শরীফ

কড়া নেড়ে, পদশব্দ করে, গলা ঝেড়ে ঘরের লোকজনকে সতর্ক করা উচিত।– নাসাঈ শরীফ। সময় বিশেষে মা, কন্যা অথবা বোনেরাও এমন অবস্থায় থাকতে পারেন যে, হঠাৎ ঢুকে পড়লে তারা লজ্জিত হবেন। তাই সতর্ক করে ঘরে প্রবেশ করবেন।– আল-আদাবুল মুফরাদ

ইশার নামায পড়ার পূর্বে ঘুমাবেন না। এতে নামায ফওত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।– মিশকাত শরীফ

ইশার নামাযের পর বিনা প্রয়োজনে পার্থিব কথাবার্তা বলা মাকরূহ্ তানযীহী।– মিশকাত শরীফ। (কোন কোন আলিম এর মতে মাকরূহ্ তাহ্‌রিমী)। তবে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে উপদেশমূলক গল্প অথবা কৌতুকপূর্ণ কথা-বার্তা বলা সুন্নাত।– শামায়েলে তিরমিযী

অন্ধকার রাত্রিতেও মসজিদে গিয়ে ইশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করা সুসংবাদ ও বড় সওয়াবের কারণ।– ইবনে মাজাহ্ শরীফ। প্রত্যেক ফরয নামায জামআতের প্রথম তাকবীরে শরীক হয়ে আদায় করা সুন্নাত।– তারগীব

যে ব্যক্তি ক্রমাগত চল্লিশ রাত্রিতে ইশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করে, তার জন্যে দোযখ থেকে নিস্কৃতি লিখে দেয়া হয়।– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ۔

"যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাআতে আদায় করলো, সে যেন অর্ধেক রাত নামায আদায়ের মধ্যে কাটালো, আর যে ব্যক্তি ফযরের নামাযও জামাআতে আদায় করলো, সে যেন সমস্ত রাতই নামায আদায় করলো।"– মুসনাদে আহমদ ও মুসলিম শরীফ

শয্যা গ্রহণের সুন্নাত আমল ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যখন কেউ শয্যা গ্রহণের ইচ্ছা করে, তখন লুঙ্গি দ্বারা শয্যাটি ঝেড়ে পরিস্কার করে নেয়া উচিত। কারণ, শয্যায় কি পড়ে রয়েছে, তা জানা নেই। অতঃপর ডান কাতে শুয়ে এ দু'আ পাঠ করবেন–

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ فَإِنِ احْتَسَبْتَ نَفْسِيْ
فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّلِحِيْنَ
أَوْ قَالَ عِبَادَكَ الصَّلِحِيْنَ

রাত্রিতে নিদ্রার পূর্বে সূরা ওয়াকিয়াহ্ পাঠ করলে দারিদ্র ও উপবাস থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।– তারগীব

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাব্বিহাত সূরা সমূহ পাঠ করতেন এবং বলতেন– এসব সূরার মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে, যা হাজার আয়াত থেকে উত্তম। মুসাব্বিহাত সূরাসমূহ এই– সূরা হাদীদ, সূরা হাশর, সূরা সফ, সূরা জুমু'আ, সূরা তাগাবুন, সূরা আ'লা।– হিস্নে হাসীন

শয়নকালে তিনবার নিম্নোক্ত এস্তেগফার পাঠ করবেন–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ

এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত।– তারগীব

অযু না থাকলে অযু করে নিবেন। ওযু না করলে নিদ্রার নিয়তে তায়াম্মুমই করে নিবেন। এর পর নিদ্রা যাবেন।– যাদুল মা'আদ

রাতের আমল

সন্ধ্যার কিছু আগেই মসজিদে গিয়ে তসবীহ্, এস্তেগফার প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকবেন। মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত নামায পড়ার পর ০৬ (ছয়) রাকআত আওয়াবিন সুন্নাত নামায পড়বেন। এরপর জামআতে ইশা পড়ে ১০০-৫০০ বার দরূদ শরীফ পড়বেন। খাওয়া-দাওয়ার পর প্রশ্রাব-পায়খানা ইত্যাদি হাজত সম্পন্ন করে পুনরায় অযু করতঃ সূরা সিজ্দা ও সূরা মুলক্ পড়বেন। তারপর শোয়ার বিছানায় গিয়ে ৩ বার এস্তেগফার, ১১ বার দরূদ শরীফ, একবার সূরা ফাতিহা, একবার আয়াতুল কুরসি, ১ বার সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, তারপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত, চারকূল একবার করে পাঠ করবেন। এ সমস্ত সূরা

পড়ে দুই হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীর মুখ হতে নীচের দিকে মাসেহ করবেন। এরপর কথা না বলে উত্তর শিয়রে ডান কাতে অযুর সাথে সুন্নাত অনুযায়ী ডান হাত গালের নিচে রেখে শোয়ে "আল্লাহুম্মা বি-ইসমিকা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া" এই দু'আ পড়বেন। শীতকালে রাত ৩:৩০ এবং গ্রীষ্মকালে রাত ৩:০০ টার সময় উঠে দুই রাকআত হতে বার রাকআত পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামায পড়বেন এবং তারপর কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবেন।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর পাঠ করার তাসবীহ্

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

"সুন্দরতম নামসমূহ আল্লাহ্রই জন্য। তোমরা সেসব নামেই তাঁকে স্মরণ করো।"– কুরআন (৭ঃ১৮০)

আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ উক্ত আদেশ পালনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাদ নিম্নোক্ত তাসবীহ আদায় করেন–

(ক) ফজর বাদ- 'হুওয়াল হাইউল কাইউম'
অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ) চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

(খ) যোহর বাদ- 'হুওয়াল আলীউল আযীম'
অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ) চির-উন্নত, অতি মহান।

(গ) আসর বাদ- 'হুওয়ার রাহমানুর রাহীম'
অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ) করুণাময়, অতীব দয়ালু।

(ঘ) মাগরিব বাদ- 'হুওয়াল গাফুরুর রাহীম'
অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ) ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।

(ঙ) ইশা বাদ- 'হুওয়াল লাতিফুল খাবীর'
অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ) সূক্ষ্ম বিষয় অবগত, গুপ্ত বিষয় জ্ঞাত।

ফজর ও মাগরিব নামায বাদ পড়ার অজিফা (মোহাম্মদীয়া তরীকা)

[**উদ্ধৃতি ঃ** কুতুবুল এরশাদ, ইমামুত্ তরীকত, হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) কর্তৃক লিখিত "আল্লাহ্ প্রাপ্তির সোজা পথ"]

অজিফা ঃ

১। সওয়াব রেছানী ঃ

(ক) দরূদ শরীফ - ১১ বার

(খ) 'আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাজি লা-ইলাহা ইল্লাহ হুয়াল্ হাইউল কাইউমু ওয়া আতুবু ইলাইহি" - ৩ বার বা ১০ বার।

(গ) 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল্ হাম্দু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" - ৩ বার।

(ঘ) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল্ মুলক্ ওয়া লাহুল হাম্দু ইউহ্ই ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া হাইউল লা ইয়ামুতু বিইয়াদিহিল খাইরু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদির" - ৩ বার।

(ঙ) 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল্ আজিম ওয়া বিহামদিহী আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্" - ৩ বার।

(চ) আয়াতুল কুরছি - ১ বার

(ছ) 'আউজু বিল্লাহিচ্ছামিয়ীল আলিমি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম" - ৩ বার পড়ে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত ১ বার পড়বেন।

(জ) সূরা ইখলাছ - ৩ বার বা ১০ বার।

(ঝ) সূরা ফালাক - ১ বার।

(ঞ) সূরা নাস - ১ বার।

(ট) সূরা বাকারার শেষ আয়াত - ১ বার এবং

(ঠ) সূরা ফাতিহা - ১ বার বা ৩ বার।

এই সমস্ত পড়ে এর সওয়াব সমস্ত পয়গাম্বর, আউলিয়া, মা-বাবা ও সকল মুসলমান নর-নারীর রূহের উপর নিম্নরূপে বক্শিয়ে দিবেন–

"ইয়া আল্লাহ্! আমরা যা কিছু পাঠ করলাম তা তোমার দরবারের উপযুক্তমত হয়নি, এতে অনেক ভুল–ত্রুটি হয়েছে; উক্ত ভুল-ত্রুটি মাফ করে তোমার দরবারে কবুল করতঃ এর সওয়াব আমাদের প্রাণের রসূল সাইয়েদুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, সিরাজুম্মুনীরা, শাফিউল মুজনেবীন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদে মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর রুহ্পাকে হাদিয়া হিসাবে বকশিয়া দিলাম। ইয়া আল্লাহ্! 'আতে মুহাম্মাদানিল্ উসিলাতা, ওয়াল্ ফাজিলাতা ওয়া আবআসহু মাকামাম্মাহুমুদা নিল্লাজি ওয়াত্তাহু ওয়া আরফা জিকরাহু ওয়া মুহাব্বাতাহু ওয়া দারাজাতাহু ফিল্ আয়াউলিনা ওয়াল্ আখেরীনা ওয়া ফিল্ মুস্তাফাইনাল আখইয়ার।' এই হাদিয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর রওজা মোবারকে পৌঁছিয়ে দিন এবং তাঁকে আমাদের প্রতি খুশী করে দিন এবং তার জিয়ারত, তাওয়াজ্জোহ্ ও দু'আ আমাদের নসিব করে দিন ও তাঁর তাওয়াজ্জোহ্ ও জিয়ারতের বরকতে আমাদের মুর্দা কলবকে জিন্দা করে দিন ও অন্ধ কলবকে চক্ষুষ্মান করতঃ আমাদের কাশ্ফ খুলে দিন যার দ্বারা নামাযে ও মোরাকাবায় আপনার সঙ্গে মেরাজ লাভ করে প্রাণ ঠান্ডা করতে পারি। তারপর এর সওয়াব হযরত জিব্রাঈল (আঃ), হযরত আজরাঈল (আঃ), হযরত মিকাঈল (আঃ), হযরত ইস্রাফিল (আঃ) কেরামুন কাতেবীন, মুনকির-নকির (আঃ) প্রভৃতি তোমার মালায়েকাতিল মুকার্‌রাবীন ও অন্যান্য সমস্ত মালায়েকার উপর বকশিয়া দিলাম। অতঃপর তোমার সমস্ত মুরসালিন ও আম্বিয়াগণ, খাছ করে হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ্ (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত লুত (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইছহাক (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত হারুন (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত আইয়ুব (আঃ), হযরত সোয়াইব (আঃ), হযরত সুলাইমান (আঃ), হযরত ইয়াসায়া (আঃ), হযরত হুদ (আঃ), হযরত ইউনুস (আঃ), হযরত ইদ্রিস (আঃ), হযরত জাকারিয়া (আঃ), হযরত ইহাইয়া (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত সালেহ্ (আঃ), হযরত ইলিয়াস (আঃ), হযরত জালকেফল্ (আঃ), হযরত খিজির (আঃ) ও অন্যান্য সমস্ত পয়গাম্বরগণের আরওয়াহ্ পাকের উপর এর সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। এরপর সারা জাহানের সমস্ত সিদ্দিক, শোহাদা, সালেহীন, মু'মিন নর-নারী খাছ করে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (আঃ), আমাদের মা হযরত খাদিজা (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) এবং আমাদের বোন হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও ভাগিনা হযরত হাসান-হুসাঈন (রাঃ)

এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর বংশধর, মু'মেনীনগণের আরওয়াহ্ পাকের উপর উক্ত সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। এরপর তামাম আসহাবগণ, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনগণের উপর, খাছ করে চারি তরীকার ইমাম হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), খাজা মাইনুদ্দিন চিশ্‌তি (রঃ), বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দ (রঃ), মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রঃ)-গণের আরওয়াহ্ পাকের উপর উক্ত সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। তারপর চার ইমাম খাছ করে ইমাম হযরত আবু হানিফা (রঃ), ইমাম হযরত গায্‌যালী (রাঃ), হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (রাঃ), হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ), ইমাম জাফর সাদেক (রঃ), হযরত হাসান বছরী (রঃ), হযরত রাবেয়া বছরী (রঃ), সূফী ফতেহ্ আলী (রঃ), সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুর (রঃ), আবুল হোসেন নূরী (রঃ), হযরত আবুল হোসেন খেরকানী (রঃ), হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ), হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ), হযরত ওয়ায়েজকরণী (রঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত শাহ্ ওলিউল্লাহ্ মোহাদ্দেসে দেহলভী, সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও হযরত শাহ্‌জালাল (রঃ)-গণের আরওয়াহ্ পাকে উক্ত সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। কুতুবুল আখতাব হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ), মরহুম ক্বারী ইব্রাহীম সাহেব, মাওলানা নেসার উদ্দীন আহমদ সাহেবগণের আরওয়াহ্ পাকে উক্ত সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। তারপর এর সমুদয় সওয়াব আমাদের পীর সাহেব কেবলার রুহপাকে পৌঁছিয়ে দিন। তারপর আমাদের সিলসিলার মৃত ও জীবিত সকল পীরভাই, পীরবোন, মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, সন্তান-সন্ততি ও আমাদের ভাই-ভগ্নী, শ্বশুর-শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যারা তোমার ডাকে ঘর ছেড়ে কবরে শায়িত আছেন, তাদের সকলের উপর বকশিয়া দিলাম। ইয়া আল্লাহ্! এদের দু'আর বরকতে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর উসিলায় এবং তোমার খাছ রহমত দ্বারা আমাদের গত জীবনের সর্বপ্রকার পাপ মাফ করে দিন ও মৃত্যুর সময় ঈমানের সাথে আমাদের সকলকে তোমার দরবারে উঠিয়ে নিন এবং মৃত্যুর পর আর আজাব করবেন না।"

(এরপর আল্লাহ্‌র দরবারে নিজ নিজ অন্যান্য মকসুদের জন্য প্রার্থনা করবেন এবং মুসলমান ভাই-ভগ্নিদের মকসুদের জন্যও দু'আ করবেন।)

উল্লেখ্য, মুনাজাতের নমুনা লেখার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্‌র ওলীগণ জানেন কি করলে, কি বললে আল্লাহ্ খুশি হবেন, তেমনিভাবে কি করলে ও কি বললে নবী-রসূলগণ ও অলী-আল্লাহগণ খুশি হবেন। তাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নবী-অলীগণের

তাওয়াজ্জোহ্, দু'আ লাভের আশায় হযরত কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর মুনাজাত তুলে ধরলাম।

যারা সময়ের অভাবে উপরোক্ত দু'আগুলি পড়ে সওয়াব রেছানী করতে অপারগ হবেন তারা সংক্ষিপ্ত দু'আ করবেন ও নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সওয়াব রেছানীর দু'আগুলি পড়ে সওয়াব রেছানী করলেও চলবে।

সংক্ষিপ্ত সওয়াব রেছানী ঃ

(ক) দরূদ শরীফ - ৩ বার; (খ) "আস্তাগ্ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন্ কুল্লি জাম্বিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি - ১১ বার। (গ) সূরা ইখলাস - ১০ বার এবং (ঘ) সূরা ফাতেহা - ৩ বার।

এভাবে নবী-রসূলগণ, অলী-আল্লাহ্গণ, ফেরেশতাগণ, জীবিত ও মৃত পীর-মুর্শিদ, উস্তাদ-মুরুব্বী, মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তথা সকল মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য প্রত্যহ দু'আ-মুনাজাত মারফত সওয়াব পৌঁছাবেন।

ফজরের নামাজের পরের অজিফা ঃ

আপনি তরীকত পন্থী হলে পীরের নির্দেশ অনুযায়ী দু'আ-দরূদ, যিকির-আযকার করবেন। সকাল-সন্ধ্যা যিকির করা, আল্লাহ্র স্মরণে থাকা অতীব জরুরী। এটা আল্লাহ্রই আদেশ। এ কারণে সংক্ষিপ্ত অযিফার বর্ণনা করা হলো–

ছওয়াব রেছানী করে নিম্ন লিখিত "খতমে মুহাম্মদীয়া" পড়বেন–

(ক) এই দরূদ শরীফ ১০০ বার পড়বেন (কলবে নিয়ত করে)।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحْيِ
سُنَّتِهِ الشَّيْخِ حَضْرَتْ قُطْبُ الْاِرْشَادِ صُوْفِيْ حَبِيْبُ الرَّحْمٰنُ اِمَامُ
الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ–

(খ) এর পর কলব, রুহ্, ছের, খফি, আখফা লতিফাসমূহের প্রত্যেকটিতে ১০০ বার করে "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্" মোট ৫০০ বার পড়বেন।

(গ) এর পর উক্ত খতমে মোহাম্মদীয়ার দরূদ শরীফ "নফসে" নিয়ত করে ১০০ বার হতে ৩০০ বার পড়বেন।

(ঘ) এর পর "কলবে" ইছমে জাত 'আল্লাহু আল্লাহ্' জিকির ৩০০ বার হতে ৫০০ বার করবেন।

(ঙ) প্রত্যেহ সাধ্যানুযায়ী কম-বেশি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবেন।

মাগরিবের নামাজের পরের অজিফা ঃ

(ক) ছওয়াব রেছানী পূর্বের ন্যায় করবেন: (খ) 'আল্লাহু আল্লাহ্' জিকির (জলি বা খফি) ১০০ বার করবেন; (গ) কলেমা তৈয়্যেবার নফি এছবাত জিকির ১০০ হতে ৩০০ বার করবেন।

এশার নামাজের পরের অজিফা ঃ

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়ি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম" এই দরূদ শরীফ ১০০ বার হতে ৫০০ বার পর্যন্ত পড়বেন।

বিভিন্ন নামায ঃ

১। কাজা নামায থাকলে তা আদায় করা।
২। তারাবিহ্ নামায আদায় করা।
৩। তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা।
৪। ইশরাক নামায আদায় করা।
৫। চাশত-দোহা নামায আদায় করা।
৬। যাওয়ালের (সূর্য হেলার পর) নামায আদায় করা।
৭। আসর ও ইশার নামাযে ফরযের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত আদায় করা।
৮। আওয়াবিন নামায আদায় করা।
৯। দুখুলুল মসজিদ নামায আদায় করা।
১০। তাহিয়্যাতুল অযু নামায আদায় করা।
১১। সালাতুত তাসবীহ্ আদায় করা।
১২। কাফ্ফারাতুল বাউল নামায আদায় করা।
১৩। সালাতুত তওবা আদায় করা।
১৪। সালাতুশ শোক্র আদায় করা।
১৫। সালাতুল হাজাত আদায় করা।
১৬। আশুরা, শব-ই মিরাজ, শব-ই বরাত, শব-ই ক্বদর এর নামায় আদায় করা।
১৭। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য নফল নামায আদায় করা।

কবরে সাওয়াল-জাওয়াব

কবরে মাইয়্যেতকে ৩টি প্রশ্ন করা হবে–

প্রশ্ন	উত্তর
১। মান রব্বুকা (তোমার রব কে?)	রব্বি আল্লাহ্ (আমার রব আল্লাহ্)
২। মা দীনুকা (তোমার দ্বীন কি?)	দ্বীনি আল-ইসলাম (আমার ধর্ম ইসলাম)
৩। মান হাজার্ রজুলু আল্লাজি বুয়িসা ফিকুম (এই ব্যক্তি কে, যিনি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন।)	তিনি আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।)

সতর্কবাণী ঃ তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্র অনুগ্রহে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিচয় দিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে উম্মত বলে পরিচয় দিবেন কি? খুবই চিন্তা করার বিষয়! সময় থাকতে 'হায়াতুন্নবী-জিন্দানবী'র সাথে সম্পর্ক করতে হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে তওফিক দান করুন। আমিন।

কবর যিয়ারত

মৃত ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়িয়ে মৃতের দিকে মুখ করে নিম্নোক্ত দু'আ পড়বেন–

"আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্লাল কুবুরি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি আন্তুম লানা সালাফুওঁ ওয়া নাহ্নু লাকুম তাবিউন ওয়া ইন্না ইন্শাআল্লাহ্ বিকুম লাহিকুন। ইয়ারহামুনাল্লাহুল মুস্তাকদিমীনা ওয়াল মুস্তাখিরীনা ওয়া ইয়ার হামুনাল্লাহু ওয়া ইয়্যাকুম ওয়া হুয়া আরহামুর রাহিমীন।"

তারপর সূরা ইয়াসিন, সূরা মূল্ক, সূরা আর্রহমান বা অন্য কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাছ ১১ বার, সূরা তাকাসূর একবার, সূরা যিলযাল একবার, সূরা ফালাক্ একবার ও সূরা নাস একবার, তাসবীহ, তাহ্মিদ, তাহ্লীল, তাকবীর (যেমন- সুবহানাল্লাহি আলহামদুলিল্লাহি

ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার) ৩, ৭ বা ১১ বার এবং দরূদ শরীফ ১১ বার পড়ে মৃতের রূহে বখ্শিয়ে দিবেন।

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) যখন ইন্তেকাল করেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তাঁর জানাযায় শরীক হলাম। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক জানাযা পড়ার পর তাঁকে যখন কবরে রাখা হলো ও মাটি সমান করে দেয়া হলো, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে (দীর্ঘ সময়) আল্লাহ্র তসবীহ্ পাঠ করলেন; আমরাও তাঁর সাথে দীর্ঘ সময় তসবীহ্ পাঠ করলাম। অতঃপর তিনি তাকবীর বললেন। আমরাও (তাঁর সাথে) তাকবীর বললাম। এসময় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলো– হুজুর! কেন আপনি এরূপ তসবীহ্ ও তাক্বীর বললেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– এই নেক ব্যক্তির পক্ষে তার কবর অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। (অতএব, আমি এরূপ করলাম) এতে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন।– মুসনাদে আহমদ (মিশকাত শরীফ, হাদীস নং- ১২৮)

ঈমান নিয়ে মরণের লক্ষণ

ঈমানের সাথে মৃত্যু হওয়ার লক্ষণ ৪টি, যথা–

১। মৃত্যুর সময় চেহারা হরিদ্রাবর্ণ হয়ে যাওয়া, ২। কপাল হতে কিঞ্চিৎ ঘাম নির্গত হওয়া, ৩। চক্ষু হতে পানি বের হয়ে পড়া এবং ৪। ঠোঁট শুকিয়ে যাওয়া।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো ঈমানের সাথে মৃত্যুর ও আল্লাহ্র রহমত অবতীর্ণ হওয়ার লক্ষণ।

ঈমান হারা হয়ে মরণের লক্ষণ

ঈমান হারা হয়ে মরণের লক্ষণ ৪টি, যথা–

১। রূহ কবজের সময় গুনাহ্গারদের গলদেশ হতে উটের অথবা ঘুমন্ত মানুষের গোংরানোর ন্যায় শব্দ হওয়া, ২। চেহারা লাল হওয়া, ৩। ঠোঁট রক্তিম হওয়া এবং ৪। মুখ থেকে কফ-কাঁশি বের হওয়া।

সাবধান! মৃত্যুর সময় শয়তান ঈমান নষ্ট করার চেষ্টা করে। ঈমানের সাথে মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্য আল্লাহ্ ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বত হাসিল করা, যিক্‌র-আযকার, দরূদ শরীফ পাঠ ও নেক আমল করা প্রয়োজন।

আমার মুর্শিদ কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর বাণী

[কুরআন শরীফের আয়াত মন্থন করে নিজ ভাবার্থে সারমর্ম উপহার দিয়েছেন]

"আল্লাহ্-আল্লাহ্-আল্লাহ্, আল্লাহ্-আল্লাহ্-আল্লাহ্"

[৬ × ৩ = ১৮ বার ছয় লতিফায় যিক্‌রের সাথে নিম্নের প্রতিটি পঙক্তি পড়বেন]

১। নাস্তির আঁধারে ছিলি রে তুই, হাস্তিতে তিনি আনল আজ; হট্টগোল যে করলি কতই, ভুললি আপন আসার কাজ। ঐ	কুরআন (২ঃ২৮)
২। ওরে ইনসান! অতি ভালবাসি, সৃষ্টির সেরা, তোরে সৃজিল যে জন, কিসের মোহে ভুলিয়া রহিলি তাঁহারে, মাখিলেনা হৃদয়ে তাঁর প্রেমের চন্দন। ঐ	কুরআন (৮২ঃ৬-৮)
৩। যা কিছু সম্পদ আছেরে তোর, আল্লাহই তোরে দিছে ভাইরে, মনে মনে একটু ভেবে দ্যাখ, তার মত আপনার কেহ তোর নাইরে। ঐ	কুরআন (১৬ঃ৫৩)
৪। কে সৃজিল তোদের তরে সুন্দর এই আকাশ ভূবন, আকাশ হতে বৃষ্টি বিন্দু করি বরিষণ, কে সৃজিল শষ্যক্ষেত আর ফলের বাগান? আল্লাহ্ ছাড়া ইহা আর পারে কি কোন জন? ঐ	কুরআন (২৭ঃ৬০)
৫। ভাবছ কি মনে, ওহে নরগণ, খেলার তরে, তোদের বৃথাই সৃজন? ক'দিনের তরে, এই জীবনের মেলা, ফিরবে নাকি তারি কাছে সাঙ্গ হলে খেলা? ঐ	কুরআন (২৩ঃ১১৫)
৬। এ জীবনের চরম মত্ততার মাঝে, আচম্বিতে মৃত্যু গ্রাসে হইয়া নাকাল, কেবলি ভাবিবে দুনিয়ায় খেলেছ মাত্র, একটি বৈকাল কিম্বা একটি সকাল। ঐ	কুরআন (৭৯ঃ৪৬)
৭। তোমার বাপ-মা স্ত্রী-পুত্রগণ, যাদের বারেক দেখিলে জুড়াত নয়ন; আজ দুনিয়ার কোন খানে তারা? পাওকি কভু আর তাহাদের সাড়া? ঐ	কুরআন (১৯ঃ৯৮)

৮। তোমরা যে আজ করছ আমোদ, যাদের পরিত্যক্ত সখের বাড়ীটায়, দু'দিন ঘুরে ফিরে হেসে খেলে, তা ছেড়ে তারা লুকাল কোথায়? ঐ	কুরআন (২০ঃ১২৮)
৯। বাড়ী ঘর ছাড়ি, যারা গেল যে কবরে, আরতো কখনো তারা এলোনারে ফিরে তোমরাও একবার শুইলে কবরে, পারিবেনা কভু আর ঘরে ফিরিবারে। ঐ	কুরআন (৩৬ঃ৩১)
১০। উচ্চ দালান বাসী ওহে ধনীর দল, দু'দিন দালান বাসে কিবা আছে ফল? দালানের খাট-পালঙ্ক ছাড়িয়া একদিন, মাটিয়া কবরে তুই থাকবি চিরদিন। ঐ	কুরআন (৭৮ঃ৪)
১১। আইছ একা, যাইবা একা, সঙ্গেতো কেহ যাবে না, আল্লাহকে ভালবাসলে পরে, তিনিই শুধু তোমার সঙ্গ ছাড়বেন না। ঐ	কুরআন (৫৭ঃ৪)
১২। জাগো, জাগো, হে ভাই, কত হে ঘুমাও? ঘুমায়ে ঘুমায়ে কেন মাওলাকে হারাও? কত আর ঘুমে রবি, দিন তোর বৃথা চলে যায়, প্রেমের সুধা পান করিতে আয়রে ছুটে আয়। ঐ	
১৩। জানি তোমাকে পাওয়ার যোগ্য মোরা নই, কিন্তু তুমি ছাড়া মোদের দ্বিতীয় যে নাই; তাই বড় আশা করে তোমার দিকে ফিরে ফিরে চাই, কোন শুভক্ষণে যদি ভালবেসে ফেল তাই। ঐ	
১৪। ছুটে আস সব পাপী-তাপীগণ, অবারিত মমদ্বার, ঘুচে যাবে যত কলঙ্ক কালিমা দূর হবে দুঃখ ভার। ঐ	
১৫। তোমাকে পাইবা না পাই প্রভু, তালাশ তোমার ছাড়িব না কভু; তোমার দেখা পাইবা না পাই, আশা তোমার ছাড়িব না কভু। ঐ	
১৬। যেখানেই থাকিস না তুই, আল্লাহ তোর সঙ্গে সঙ্গে থাকে; মায়ের অধিক স্নেহে তোরে, সদা তাঁর চোখে চোখে রাখে। ঐ	কুরআন (৫৭ঃ৪)
১৭। ইহ পরকালে যদি কিছু চাহিবার হয়, তোমাকেই পাইতে চাই, আর কিছ নয়। ঐ	
১৮। ইয়া মাওলা, ইয়া মাওলা, ইয়া মাওলা হে আমার, তোমার নামটি জপতে জপতে হয় যেন মোদের দম কাবার। ঐ	

মীলাদ শরীফ

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, হামদ্-নাত ও তাওয়াল্লুদ শরীফ ঃ

আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন।

অতঃপর তিনবার সূরা ইখলাছ্, একবার সূরা ফালাক্ব এবং একবার সূরা নাস্ পাঠ করবেন। প্রত্যেক সূরা পাঠান্তে একবার করে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আক্বার' পাঠ করবেন।

এরপর পড়বেন–

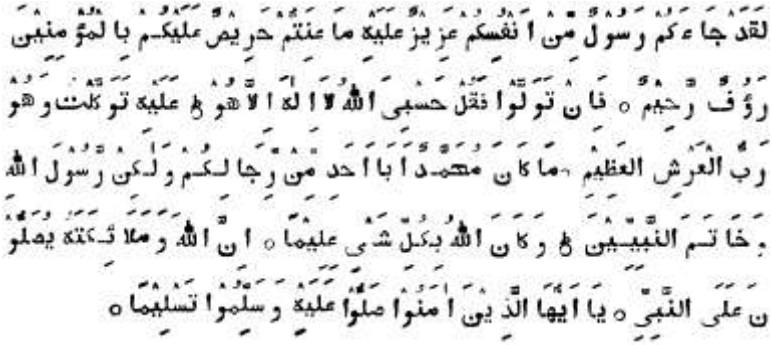

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
رءوف رحيم ○ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو
رب العرش العظيم ○ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ○ إن الله وملائكته يصلو
ن على النبي ○ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ○

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যেদিনা মাওলানা মুহাম্মদ,
ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা মাওলানা মুহাম্মদ।

০১। এমন দেশে যাইতে হবে, যে দেশের নাই সাথী,
এমন ঘরে রইতে হবে, যে ঘরে নাই বাতি।

০২। কখন জানি ডাক এসে যায়, এ বাড়ী-ঘর ছাড়িতে
আপন পোষাক খুলে খুলে, সাদা কাফন পরিতে।

০৩। আমার আমার বলে আমি, সবই বিনাশ করিলাম
অবশেষে খালি হাতে, কবরেতে চলিলাম।

০৪। বাড়ী গাড়ী বল বান্দা, এ বাড়ীতো তোমার না,
মাটির নীচে আসল বাড়ী, কবর তোমার ঠিকানা।

০৫। কঠিন হাশরের দিনে, কেউ-তো কারো হবে না,
উম্মতি উম্মতি বলে, কাঁদবেন নবী দিওয়ানা।
০৬। যার লাগিয়া কান্দরে মন, সে তো সোনার মদীনা,
দেখা তাঁহার পাইতে হলে, হও তাঁহার দিওয়ানা।
০৭। মদীনাতে শুয়ে নবী, মোদের সালাম শুনতে পান,
কেমনে যাব মদীনাতে, সে পথ আমায় বলে দেন।
০৮। নবী তোমায় ভালোবাসলে, আল্লাহ্‌র অলী হওয়া যায়,
নবী তোমার দেখা পেলে, দোযখ হারাম হয়ে যায়।
০৯। ছেলে মাকে ভুলে থাকে, মা ছেলেকে ভুলে না,
নবীগো তোমায় ভুলে থাকি, তুমি আমায় ভুল না।
১০। নবী আমার চক্ষের মণি নূরের তৈয়ারী,
উম্মত দরদী নবী তৌহিদ কান্ডারী।

তাওয়াল্‌লুদ শরীফ

وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَانِ عَلَى اَشْهَرِ الْاَقْوَالِ الْمَرْوِيَّةِ ـ
تُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ الشَّرِيْفَةِ اَبُوْهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَكَانَ قَدِ اجْتَازَ بِاَخْوَالِهِ بَنِيْ عَدِيِّ مِنَ
الطَّائِفَةِ النَّجَّارِيَّةِ وَمَكَثَ فِيْهِمْ شَهْرًا سَقِيْمًا يُعَانُوْنَ سُقْمَهُ وَشَكْوَاهُ وَلَمَّا تَمَّ مِنْ
حَمْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّاجِحِ تِسْعَةُ اَشْهُرٍ قَمَرِيَّةٍ وَاَنَّ لِلزَّمَانِ اَنْ يَتَجَلَّى
عَنْهُ صَدَاهُ حَضَرَتْ اُمُّهُ لَيْلَةَ مَوْلِدِهِ اٰسِيَةُ وَمَرْيَمُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ نِسْوَةٍ مِّنَ
الْحَظِيْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ وَاَخَذَهَا الْمَخَاضُ فَوَلَدَتْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوْرًا يَّتْلُوْ اَسْنَاهُ

ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রসূল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা, সালাওয়া তুল্লাহ্‌ আলাইকা।

০১। নবীজীর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্‌, নবীজীর মাতা হযরত আমেনা,
নবীজীর দুধ মা হযরত হালিমা, নবীজীর রওযা মদীনা।

০২। হযরত আমেনার নয়ন মণি, কি জিনিস সৃজিলেন তিনি,
চিনলনা আরববাসী, চিনিল বনের হরিণী।

০৩। হে রসূল সালাম লাখো বার, মোরাতো উম্মত গুনাহ্গার,
কে আছে মোদের তরাইবার, হাশরে ভরসা আপনার।

০৪। হে রাসূল মদীনা হইতে, সব কিছুই পারেন দেখিতে,
মোদের লাশ কবরে রাখিলে, লইয়েন গো আপন কোলে।

০৫। নবীজী আপনি জানের জান, নবীজী আপনি প্রাণের প্রাণ,
আপনাকে দেখিতে একবার, জান মোদের বড়ই পেরেশান।

০৬। আপনারই কদম চুমিতে, খুঁজিগো দিবস রাতে,
নিয়ে যান সোনার মদীনাতে, সালাম দিব আপনার রওযাতে।

০৭। দেখা দিবেন কি দিবেন না, দেখা দিলে কেন যে দেন না,
মনে যে আর মানে না, নিয়ে যান সোনার মদীনা।

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا + عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِمِ ۔
بهيج اے رب میرے درود وسلام + برگزیدہ نبی پر اپنے مدام
بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ +
حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ ۔

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ

দু'আ ও মুনাজাত করে শেষ করবেন।

মহাপ্রস্থান– গজল (উদ্বৃতি ঃ মারেফাৎ তত্ত্ব)

ও মন দেশে যাবি কি মতে'- সেই ভাবনা ভাব দিলেতে
গাড়ী ঘোড়া টম্‌টমাটম্, সাইকেল বাজি জম্‌জমাজম্
কুচ্‌না যাবে সঙ্গেতে, সেই ভাবনা ভাব দিলেতে।
হাশরেরো হাহাকার, কবরের অন্ধকার'
নাই বুঝি তোর মনেতে, সেই ভাবনা ভাব দিলেতে।
কবরে নিয়া শোয়াইবে, মনকির-নকির জিজ্ঞাসিবে,
কি বলিবি মুখেতে, সেই ভাবনা ভাব দিলেতে,
আল্লাহ্ ও রসূল (দঃ) ভুলে রইলি, মিছা দুনিয়ার মায়াতে,
ও মন দেশে যাবি কি মতে, সেই ভাবনা ভাব দিলেতে।
মন পাখি উড়ে যাবে, শুধু খাঁচা পইরে রইবে,
মিশবে খাঁচা মাটিতে, সেই ভাবনা ভাব দিলেতে।
ও মন দেশে যাবি কি মতে, সেই ভাবনা ভাব দিলেতে।

কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলী

আমার মুর্শিদ কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর সকল গ্রন্থগুলির মৌলিক বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র আশেক বান্দাদের কাছে একটিমাত্র সর্বকালীন বার্তা পৌঁছে দেয়া, যা হচ্ছে– "আল্লাহ্-প্রেমের মাধ্যমে আল্লাহ্-প্রাপ্তি"। কুরআন ও হাদিস মন্থন করে এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যথাযথ অনুসরণপূর্বক এর জাহেরী ও বাতেনী সত্যতা উপলব্ধির মাধ্যমে তিনি এ পন্থা আবিষ্কার করেছেন। বাল্যকাল হতেই তাঁর সর্বপ্রকার কর্মকান্ড একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই নিবেদিত ছিল এবং তিনি তাঁর গ্রন্থগুলির মাধ্যমে কুরআন-হাদিসের মগজ বা সারমর্ম বিশ্বমানবকে উপহার দিয়েছেন। কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) নিম্ন লিখিত ৩১ খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন–

নং	গ্রন্থের নাম	নং	গ্রন্থের নাম
০১	মোসলমানী জিন্দেগী (১ম খন্ড)	০২	মোসলমানী জিন্দেগী (২য় খন্ড)
০৩	হাকীকাত খনি	০৪	আল্লাহ্ প্রাপ্তির সোজাপথ
০৫	মারেফাত তত্ত্ব	০৬	বিশ্ব-রহমত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
০৭	ইসলাম ও বিদয়াত	০৮	ইবাদাত ও আমালিয়াত
০৯	মুহাম্মদীয়া তরীকা, অছিয়তনামা ও আমার সংক্ষিপ্ত জীবনী	১০	মুসলমানী জীবন
১১	ফেরেশতাদের তাসবীহ্ ও মোহাম্মদীয়া তরীকা	১২	মুসলমান না হইয়া মরিওনা
১৩	আলেমের ছদ্মবেশে শয়তানের খলিফা ও মোহাম্মদীয়া তরীকা	১৪	আশার বাণী
১৫	তকদির ও তদবির	১৬	আশেক ও মাশুকের মিলন (মুহাম্মদীয়া তরীকা)
১৭	পৃথিবীতে আল্লাহ্ দর্শন	১৮	আল্লাহ্র দিকে ডাক দিয়ে যাই
১৯	আল্লাহ্ ও তাহার খলিফা	২০	মোমিন হও আবার কর্তৃত্ব কর
২১	আদর্শ কুরআন পাঠ শিক্ষা	২২	হজ্জ দর্পন
২৩	সত্যপরায়ণদের সঙ্গ লাভ কর	২৪	সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার প্রেমের নির্দশন
২৫	যে শুধু আল্লাহ্কে চায়, তাহার অনুসরণ কর	২৬	সংবিধান
২৭	হাইয়াতুন্নবী	২৮	দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন
২৯	আল্লাহকে পাওয়ার সংক্ষিপ্ত আমল	৩০	আলেমের ছদ্মবেশে শয়তান
৩১	মুসলমানিত্বের মাপকাঠি		

সারা বছরের নামাজের সময়সূচী

তারিখ/মাস	ছেহরীর শেষ সময়	সূর্য উদয়	যোহর আরম্ভ	আছর আরম্ভ	মাগরিব আরম্ভ	এশা আরম্ভ
	ঘ: মিঃ	ঘ: মিঃ	ঘ: মিঃ	ঘ: মিঃ	ঘ: মিঃ	ঘ: মিঃ
১লা জানুঃ	৫:১৪	৬:৪১	১২:০৩	৩:৪৯	৫:৩০	৬:৪৬
৫ই "	৫:১৫	৬:৪২	১২:০৫	৩:৫২	৫:৩৩	৬:৪৯
১০ই "	৫:১৬	৬:৪৩	১২:০৭	৩:৫২	৫:৩৬	৬:৫২
১৫ই "	৫:১৮	৬:৪৫	১২:০৯	৩:৫৭	৫:৩৮	৬:৫৪
২০শে "	৫:১৮	৬:৪৪	১২:১১	৪:০৩	৫:৪৩	৬:৫৮
২৫শে "	৫:১৭	৬:৪৩	১২:১২	৪:০৬	৫:৪৬	৭:০১
১লা ফেব্রুঃ	৫:১৭	৬:৪১	১২:১৪	৪:১১	৫:৫২	৭:০৫
৫ই "	৫:১৫	৬:৩৯	১২:১৪	৪:১৩	৫:৫৪	৭:০৭
১০ই "	৫:১২	৬:৩৬	১২:১৪	৪:১৬	৫:৫৭	৭:১০
১৫ই "	৫:১০	৬:৩৩	১২:১৪	৪:১৮	৬:০০	৭:১২
২০শে "	৫:০৮	৬:৩০	১২:১৪	৪:২০	৬:০৩	৭:১৪
২৫শে "	৫:০৪	৬:২৬	১২:১৩	৪:২৩	৬:০৫	৭:১৬
১লা মার্চ	৪:৫৮	৬:২০	১২:১৩	৪:২৫	৬:০৭	৭:১৮
৫ই "	৪:৫৭	৬:১৯	১২:১২	৪:২৭	৬:১০	৭:২১
১০ই "	৪:৫৩	৬:১৫	১২:১১	৪:২৮	৬:১২	৭:২৩
১৫ই "	৪:৪৮	৬:০৯	১২:০৯	৪:২৮	৬:১৪	৭:২৪
২০শে "	৪:৪৩	৬:০৫	১২:০৮	৪:৩০	৬:১৬	৭:২৭
২৫শে "	৪:৩৮	৫:৫৬	১২:০৬	৪:৩০	৬:২০	৭:২৮
১লা এপ্রিল	৪:৩০	৫:৫৩	১২:০৫	৪:৩১	৬:২১	৭:৩২
৫ই "	৪:২৬	৫:৪৯	১২:০৩	৪:৩১	৬:২২	৭:৩৪
১০ই "	৪:২১	৫:৪৫	১২:০২	৪:৩১	৬:২৪	৭:৩৭
১৫ই "	৪:১৫	৫:৪০	১২:০০	৪:৩১	৬:২৫	৭:৩৯
২০শে "	৪:১১	৫:৩৬	১১:৫৯	৪:৩২	৬:২৭	৭:৪১
২৫শে "	৪:০৬	৫:২৯	১১:৫৭	৪:৩২	৬:২৯	৭:৪৪
১লা মে	৪:০১	৫:২৮	১১:৫৭	৪:৩২	৬:৩১	৭:৪৭
৫ই "	৩:৫৭	৫:২৫	১১:৫৭	৪:৩৩	৬:৩৪	৭:৫১
১০ই "	৩:৫২	৫:২১	১১:৫৬	৪:৩৩	৬:৩৬	৭:৫৪
১৫ই "	৩:৫০	৫:১৯	১১:৫৬	৪:৩৩	৬:৩৮	৭:৫৬
২০শে "	৩:৪৬	৫:১৭	১১:৫৬	৪:৩৪	৬:৪০	৮:০০
২৫শে "	৩:৪৪	৫:১৬	১১:৫৭	৪:৩৫	৬:৪৩	৮:০৪
১লা জুন	৩:৪২	৫:১৪	১১:৫৭	৪:৩৭	৬:৪৫	৮:০৮
৫ই "	৩:৪০	৫:১৩	১১:৫৮	৪:৩৭	৬:৪৮	৮:১০
১০ই "	৩:৪০	৫:১৩	১১:৫৯	৪:৩৮	৬:৫০	৮:১২
১৫ই "	৩:৪১	৫:১৩	১২:০০	৪:৩৯	৬:৫২	৮:১৩
২০শে "	৩:৪১	৫:১৪	১২:০১	৪:৪০	৬:৫৩	৮:১৬
২৫শে "	৩:৪১	৫:১৫	১২:০২	৪:৪০	৬:৫৪	৮:১৭

তারিখ/মাস	ছেহরীর শেষ সময়	সূর্য উদয়	যোহর আরম্ভ	আছর আরম্ভ	মাগরিব আরম্ভ	এশা আরম্ভ
	ঘ: মিঃ	ঘ: মিঃ	ঘ: মিঃ	ঘ: মিঃ	ঘ: মিঃ	ঘ: মিঃ
১লা জুলাই	৩:৪৩	৫:১৭	১২:০৪	৪:৪১	৬:৫৫	৮:১৭
৫ই "	৩:৪৫	৫:১৯	১২:০৫	৪:৪৩	৬:৫৫	৮:১৭
১০ই "	৩:৪৭	৫:২১	১২:০৫	৪:৪৫	৬:৫৪	৮:১৬
১৫ই "	৩:৫১	৫:২৩	১২:০৬	৪:৪৪	৬:৫৪	৮:১৫
২০শে "	৩:৫৩	৫:২৫	১২:০৬	৪:৪৪	৬:৫২	৮:১৩
২৫শে "	৩:৫৬	৫:২৭	১২:০৬	৪:৪৪	৬:৫০	৮:১০
১লা আগস্ট	৪:০১	৫:৩০	১২:০৬	৪:৪৩	৬:৪৭	৮:০৫
৫ই "	৪:০৩	৫:৩২	১২:০৬	৪:৪২	৬:৪৫	৮:০৩
১০ই "	৪:০৬	৫:৩৪	১২:০৫	৪:৪১	৬:৪১	৭:৫৮
১৫ই "	৪:০৯	৫:৩৫	১২:০৪	৪:৩৯	৬:৩৮	৭:৫৩
২০শে "	৪:১১	৫:৩৭	১২:০৩	৪:৩৭	৬:৩৪	৭:৪৯
২৫শে "	৪:১৫	৫:৪০	১২:০২	৪:৩৪	৬:২৯	৭:৪৩
১লা সেপ্টেম্বর	৪:১৮	৫:৪২	১২:০০	৪:৩১	৬:২৩	৭:৩৬
৫ই "	৪:২২	৫:৪৩	১১:৫৯	৪:২৯	৬:২০	৭:৩২
১০ই "	৪:২২	৫:৪৫	১১:৫৭	৪:২৫	৬:১৪	৭:২৬
১৫ই "	৪:২৩	৫:৪৬	১১:৫৫	৪:২১	৬:০৯	৭:২১
২০শে "	৪:২৬	৫:৪৮	১১:৫৪	৪:১৮	৬:০৫	৭:১৬
২৫শে "	৪:২৭	৫:৪৯	১১:৫২	৪:১৪	৬:০০	৭:১১
১লা অক্টোবর	৪:৩০	৫:৫২	১১:৫০	৪:০৯	৫:৫৩	৭:০৪
৫ই "	৪:৩১	৫:৫৩	১১:৪৯	৪:০৪	৫:৫০	৭:০১
১০ই "	৪:৩৪	৫:৫৫	১১:৪৮	৪:০৪	৫:৪৬	৬:৫৬
১৫ই "	৪:৩৪	৫:৫৭	১১:৪৬	৩:৫৮	৫:৩৯	৬:৫১
২০শে "	৪:৩৬	৫:৫৯	১১:৪৫	৩:৫৪	৫:৩৬	৬:৪৮
২৫শে "	৪:৩৮	৬:০১	১১:৪৪	৩:৫০	৫:৩২	৬:৪৪
১লা নভেম্বর	৪:৪২	৬:০৩	১১:৪৪	৩:৪৭	৫:৩০	৬:৪০
৫ই "	৪:৪৪	৬:০৮	১১:৪৪	৩:৪৫	৫:২৫	৬:৩৮
১০ই "	৪:৪৬	৬:১০	১১:৪৪	৩:৪২	৫:২৩	৬:৩৬
১৫ই "	৪:৪৯	৬:১৪	১১:৪৫	৩:৪১	৫:২১	৬:৩৫
২০শে "	৪:৫২	৬:১৭	১১:৪৬	৩:৩৯	৫:২০	৬:৩৪
২৫শে "	৪:৫৪	৬:২০	১১:৪৭	৩:৩৮	৫:১৯	৬:৩৪
১লা ডিসেম্বর	৪:৫৮	৬:২৪	১১:৪৯	৩:৩৮	৫:১৯	৬:৩৪
৫ই "	৫:০৩	৬:২৭	১১:৫১	৩:৩৮	৫:১৯	৬:৩৫
১০ই "	৫:০৩	৬:৩০	১১:৫৩	৩:৩৯	৫:২০	৬:৩৭
১৫ই "	৫:০৬	৬:৩৩	১১:৫৫	৩:৪১	৫:২২	৬:৩৮
২০শে "	৫:০৮	৬:৩৫	১১:৫৭	৩:৪৩	৫:২৪	৬:৪০
২৫শে "	৫:১১	৬:৩৮	১২:০০	৩:৪৬	৫:২৭	৬:৪৩

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের নামায, সাহরী ও ইফতারের চিরস্থায়ী সময়সূচীর অনুলিপি।
এ সূচী ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য।